বোধের মাধ্যম

রাষ্ট্রীয় আলোচনাচক্র ২০০৮ – ২০১০ -এর ভিত্তিতে গঠিত

আমরাও যদি স্কুলে যেতাম

নিজের ভাষায় শুনতাম
বুঝতাম
বলতে পারতাম
নতুন গাছ লাগাতাম

বোধের মাধ্যম

জাতীয় আলোচনাচক্র 2008–2010 অবলম্বনে রচিত

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

32149 — Samajh ka Madhyam
Rashytriya Parisamvad 2008–2010 per Aadharit (Bangali Language)

ISBN 978-93-5292-804-0

First Edition

August 2024 Shravana 1946

PD 1T BS

© ***National Council of Educational Research and Training, 2024***

ALL RIGHTS RESERVED

- No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.
- This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade, be lent, re-sold, hired out or otherwise disposed of without the publisher's consent, in any form of binding or cover other than that in which it is published.
- The correct price of this publication is the price printed on this page, Any revised price indicated by a rubber stamp or by a sticker or by any other means is incorrect and should be unacceptable.

OFFICES OF THE PUBLICATION DIVISION, NCERT

NCERT Campus
Sri Aurobindo Marg
New Delhi 110 016 **Phone : 011-26562708**

108, 100 Feet Road
Hosdakere Halli Extension
Banashankari III Stage
Bengaluru 560 085 **Phone : 080-26725740**

Navjivan Trust Building
P.O.Navjivan
Ahmedabad 380 014 **Phone : 079-27541446**

CWC Campus
Opp. Dhankal Bus Stop
Panihati
Kolkata 700 114 **Phone : 033-25530454**

CWC Complex
Maligaon
Guwahati 781 021 **Phone : 0361-2674869**

₹ 65.00

Printed on 80 GSM paper with NCERT watermark

Published at the Publication Division by the Secretary, National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110 016 and printed at Taj Printers, 69/6A, Najafgarh Road Industrial Area, Near Kirti Nagar Metro Station, New Delhi 110 015

Publication Team

Head, Publication Division	:	*Anup Kumar Rajput*
Chief Production Officer	:	*Arun Chitkara*
Chief Editor	:	*Bijnan Sutar*
Chief Business Manager	:	*Amitabh Kumar*
Assistant Production Officer	:	*Deepak Kumar*

<u>পরিবর্ধিত সংস্করণ</u>

2024

মুখবন্ধ

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মূলত ভাষা শিক্ষা। এইজন্য রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে একবার ফের মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর বলিষ্ঠ ভাবে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ইতিপূর্বের সমস্ত শিক্ষা সম্পর্কিত দস্তাবেজে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভারত একটি বহু ভাষার দেশ। এইজন্য সব শিশু যাতে শিক্ষায় সহজ এবং অবাধ গতিতে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য ভারতীয় ভাষাসমূহকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা আবশ্যিক। মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সকল বিষয়ে একটা মজবুত ভিত্তিভূমি তৈরিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃ ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হবে। এটাও চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই বিষয়টি অষ্টম বা তার পরবর্তী শ্রেণিতেও যাতে বজায় থাকে। বহুভাষিকতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ও অন্য বিষয়ে মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট পাঠ্য সামগ্রী রচনা করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুদের ভাষা ও স্কুলের ভাষার মধ্যে পার্থক্য কম হবে এবং ভাষা সমূহের মধ্যে একটা মজবুত সেতুর গঠন সম্ভব হবে। আর এর ভিত্তি হবে মাতৃভাষা।

এই মহতী পরিকল্পনায় সাহায্যকারী দেশের বিভিন্ন বিশেষঞ্ঞ তথা ভাষা শিক্ষা বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এই পুস্তিকা শিশুদের শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার কাজে একটি আধার পুস্তিকা হিসেবে সাহায্য করবে।

দিনেশ প্রসাদ সকলানী
নির্দেশক
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

নতুন দিল্লি
মার্চ 2024

প্রথম সংস্করণ
2010

মুখবন্ধ

ঔপনিবেশিক সমাজে শিশুদের জীবন ও শিক্ষায় ভাষার ভূমিকা নানা অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। এই অসঙ্গতি সম্পর্কে আলোচনাও বেশিরভাগ সময় সামাজিক স্বীকৃতি ও রাজনৈতিক বিবাদেই আটকে যায়। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, যে শিক্ষা সম্পর্কিত ভাষা-নীতি দীর্ঘকাল গবেষণা ও চর্চার বাইরেই রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতির রূপান্তরের উদ্দেশ্যেই জাতীয় পরিষদ 'শিক্ষণের মাধ্যম' শীর্ষক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল। উদয়পুর, পাটনা, বারাণসী এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল দৈনন্দিন স্কুল জীবনে ভাষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ। ভাষার ব্যবহার নিয়ে শিক্ষা-নীতিতে দীর্ঘ দিন যাবৎ থেমে থাকা বিতর্কগুলি নতুন করে আবার শুরু করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

আলোচ্য পুস্তকটি এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই গ্রন্থটি চারটি সেমিনারের গবেষণামূলক প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত প্রতিটি নাগরিক, যেমন – শিক্ষক, প্রশিক্ষক, অধিকারী, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের কর্মী ও পিতামাতা, এঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষণের ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন এবং বার্তা সঞ্চালনায় এর ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করবেন। আজকের দিনে এই ধরণের বার্তার এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইনে ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার এটি একটি অন্যতম প্রয়াস। এই অভিলক্ষ্যে, শিক্ষার ঔপনিবেশিক ইতিহাস থেকে উৎপন্ন যে মানসিক ও সামাজিক পাকদণ্ডী, তা ভেঙে বেরিয়ে আসার শক্তি জোগাবে এই প্রয়াস। এটা ঠিক যে, সামাজ ও সংগঠগুলির সাহায্য ছাড়া কোনো আইনি শক্তির অভিব্যক্তি সার্থক হতে পারে না। শুধুই ইংরাজি মাধ্যমের স্কুলের বাড়াবাড়ি নয়, এর পিছনে কাজ করছে এক জটিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এই বিষয়টি চেতনার স্তরে নিয়ে এলেই হয়তো বদল সম্ভব হবে।

জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা – 2005-এ এই পরিবর্তনের দিকনির্দেশ নিয়ে কিছু সংকেত দেওয়া হয়েছিল। এই সংকেতের ব্যাখ্যা স্বরূপ, ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় লক্ষ্যগুলির একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। এই দস্তাবেজের বিষয় ছিল, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্যতার স্বাভাবিক বিকাশের মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা।

এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হল ভারতবর্ষের বহুভাষিক পরিমণ্ডল। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জন্ম থেকেই বহুভাষিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠে, এর ফলে লোকসৃষ্টিকে তারা নিজেদের বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিকাশক্রম রূপে গ্রহণ করে। এটা সর্বাগ্রে জরুরি যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা শিক্ষা ও ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা - এই বিষয়গুলি নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে রেখে অনুধাবন করা।

আমার বিশ্বাস, এই বই ভাষা বিষয়ক নীতি ও কার্যপ্রণালিগুলি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করার একটি ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে। পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, যারা 'বোধের মাধ্যম' সেমিনার -শৃঙ্খলায় অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সভার আলোচনাগুলি যারা অক্লান্ত পরিশ্রমে এটিকে গ্রন্থরূপ দিয়েছেন, সেই ভাষা বিভাগের অধ্যাপকদ্বয় ড. সন্ধ্যা সিং, ড. কীর্তি কাপুরকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. রামজন্ম শর্মাকে, যিনি এই আলোচনাচক্রটি সুনিপুনভাবে পরিচালনা করেছেন। আমার বিশ্বাস, এই বইয়ের প্রচার ও প্রসার রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি গভীর ভাবে বিচার করার প্রেরণা জোগাবে।

কৃষ্ণ কুমার
নির্দেশক
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

নতুন দিল্লি
4 মার্চ 2010

ভূমিকা

আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে ভাষার একটি অপরিহার্য ভূমিকা আছে। ভাষাই সংস্কৃতিকে রূপ দেয়। এটি আমাদের অস্তিত্ব এবং পরিচয় তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে শিশুদের সামাজিক ও সম্মিলিত বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

'বোধের মাধ্যম' শীর্ষক পুস্তিকাটি 2008 -2010 -এর মধ্যে সংগঠিত দেশব্যপী আলাপ – আলোচনার ভিত্তিতে সংগঠিত মুল ধারণার ভিত্তিতে হিন্দিতে তৈরি করা হয়েছিল। এখন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 শৃঙ্খলা সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমান সময়ে এটা আবশ্যিক যে পুরো দেশের শিক্ষা সংস্থাগুলিতে এই পুস্তক তাদের ভাষায় পৌঁছে দেওয়া। এজন্যি মূলরূপে হিন্দিতে তৈরি হওয়া এই পুস্তকটি ইংরেজি সহ 23 টি ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই পুস্তক উক্ত প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত করা হচ্ছে। পুস্তকটি পূর্বোক্ত চারটি সেমিনারে উত্থিত প্রশ্ন এবং তার উপর গভীর আলাপ – আলোচনার সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে এই পুস্তকটি ভাষা সম্পর্কিত নীতি এবং কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নতুন ভূমিকা অর্জন করবে। পরিষদের পক্ষ থেকে আমি সমস্ত অংশগ্রহণকারী যারা 'বোধের মাধ্যম' সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে কৃতঞ্ঞতা জানাই।

আমি এই মহতী প্রকল্পের পুরধা তৎকালীন নির্দেশক প্রফেসর কৃষ্ণকুমারের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী, যার নির্দেশনায় এই কাজ সম্ভব হয়েছিল। আশা করি এই পুস্তকের প্রচার – প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যস্তরে ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত নানান প্রশ্নকে নিয়ে গভীর ভাবে বিচার – বিশ্লেষণ করার প্রেরণা পাবে।

ডঃ সন্ধ্য সিং

প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ

ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পুস্তক নির্মাণ সমিতি

রচনা এবং সংকলন
ডঃ সন্ধ্যা সিং
প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

সহায়তা
ডঃ কীর্তি কাপুর
প্রফেসর, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

অনুবাদ
ডঃ মুন্সী মহম্মদ ইউনুস
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধ্য), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
ডঃ সুকান্ত ঘোষ
সহকারি প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, মিরান্ডা হাউস কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

- ভাষিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব বোঝার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা এবং বিদ্যালয়ের ভাষাকে একসুত্রে বাঁধতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা সর্বপ্রথম হওয়া উচিত।
- প্রাথমিক শিক্ষা এক অর্থে মাতৃভাষারই শিক্ষা। গণিত, পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান মাতৃভাষার দ্বারাই সার্থক হতে পারে।
- সর্বস্তরে মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান করা উচিত, কারণ ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশ, যোগাযোগের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, স্পষ্ট উপলব্ধি ইত্যাদি বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়।
- প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হলে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ব জ্ঞান, ভাষিক ক্ষমতা এবং মানসিক বিকাশের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হবে।
- ছাত্রছাত্রীদের ঘরের ভাষা, চারপাশের পরিবেশের ভাষা এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে একটি সেতু বন্ধন করার চেষ্টা সর্বাগ্রে করা উচিত। এমনকি ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়েও মধ্যস্থতাকারী ভাষা হিসাবে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যাতে ছাত্রছাত্রীরা এক ভাষা মাধ্যম থেকে আর এক ভাষা মাধ্যমে সহজেই যাতায়াত করতে পারে।
- সেই সঙ্গে এই চেষ্টাও করা উচিত যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কালে বহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতিরও উন্নতি সাধন।

— রতীয় ভাষা শিক্ষা(ভিত্তিভূমি), রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

কৃতজ্ঞতা

ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং, ভাষা বিভাগ, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; ইউনিসেফ, পাটনা, আর. আই. ই., ভুবনেশ্বর; আর. আই. ই., মাইশূর; আর. আই. ই.,আজমীর; এস. সি. ই. আর. টি., পাটনা; বিদ্যাভবন সোসাইটি, উদয়পুর; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসি-র বিশেষজ্ঞদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

অনিতা রামপাল, অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ(সি. আই. ই.), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি; অরুণ কমল, অধ্যাপক, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা; রমাকান্ত অগ্নিহোত্রী, অধ্যাপক, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষা বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি; রোহিত ধনকর, নির্দেশক, দিগন্তর, জয়পুর; এইচ. কে. দিবান, কার্যক্রম নির্দেশক, বিদ্যাভবন সোসাইটি, রাজস্থান; রাজেশ সচদেবা, অধ্যাপক, সি. আই. আই. এল., মাইসর; হাসান বারিস, প্রাক্তন নির্দেশক, এস. সি. ই. আর. টি., পাটনা; প্রিয়দর্শন, সংবাদ সম্পাদক, এন. ডি. টি. ভি., ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি; অবধেশ প্রধান, অধ্যাপক, হিন্দি বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসি; আহমেদ সজ্জাদ, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি; শুভা রাও, সহকারী, মহিলা অধ্যয়ন এবং বিকাশ কেন্দ্র, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসি; সিরাজ আহমেদ, সহ উপাচার্য, বিদ্যাভবন সোসাইটি, রাজস্থান; প্রেমপাল শর্মা, যুক্ত সচিব, রেলভবন, রেল মন্ত্রালয়, নতুন দিল্লি; সদানন্দ শাহী, অধ্যাপক, হিন্দি বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসি; জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি, অধ্যক্ষ, তপেন্দু ইন্সটিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ; এস রঘুনাথন, প্রাক্তন শিক্ষা সচিব, দিল্লি সরকার; অপূর্বানন্দ, অধ্যাপক, হিন্দি বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি; রাজেশ ভূষণ, সচিব, সূচনা ও প্রসারণ বিভাগ, পাটনা; সারদা কুমারী, প্রবীণ মুখপাত্র, এস. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; ঊষা শর্মা, রিডার, আর. আই. ই., আজমীর; নূতন ঝাঁ, শিক্ষিক, মিরাম্বিকা বিদ্যালয়, নতুন দিল্লি; মণিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহযোগী অধ্যাপক, জে. এন. ইউ.; অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমার, নির্দেশক, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; রামজন্ম শর্মা, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, ভাষা বিভাগ, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; এ. কে. মিশ্র, অধ্যাপক, এন. ই. আর. আই. ই., শিলং; সন্ধ্যা সিং, রিডার, ভাষা বিভাগ, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; কীর্তি কাপুর, প্রবীণ মুখপাত্র, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; - প্রতি পরিষদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

পরিষদ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, রাজস্থান তথা দিল্লির শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে সাহায্যকারী রুচি সৈনি ও নরেন্দ্র বর্মা, ডি.

টি. পি. অপারেটার; রাধা, কপি সম্পাদক এবং ধনঞ্জয় সিংহ তথা উপেন্দ্র সিংহ সত্যার্থী, প্রজেক্ট ফেলোর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিবর্ধিত সংস্করণ

এই সংকলনের জন্য ডঃ সন্ধ্যা সিং, প্রফেসর এবং অধ্যক্ষ, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ; সমীক্ষার জন্য শ্রী মদন কাশ্যপ, কবি ও সাহিত্যিক তথা ডঃ রচনা সিং , প্রফেসর, হিন্দু কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জিতিন কুমার(কনিষ্ঠ প্রকল্প সহকারী); নিলম কুমারী (কনিষ্ঠ প্রকল্প সহকারী) এবং আমজাদ হুসেন (গ্রাফিক ডিজাইনার) – এর অবদান রয়েছে।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ (পরিবর্ধিত সংস্করণ) iii

প্রথম সংস্করণ v

ভূমিকা vii

1. শিক্ষা সম্পর্কিত নথিপত্রে ভাষা **1–9**

- ➤ শিক্ষা সমিতির প্রতিবেদন : বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 1964-66
- ➤ জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1968
- ➤ জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1986
- ➤ বাস্তবায়নের কর্মসূচি – 1992
- ➤ জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 1988, 2000
- ➤ জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 2005
- ➤ জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020

2. ভাষা ও জ্ঞান **10–16**

- ➤ ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও ভাষা
- ➤ জ্ঞানের আধার রূপে ভাষা
- ➤ ভাষা ও সামাজিক ঐক্য
- ➤ ছাত্রছাত্রীদের অস্তিত্বের প্রশ্ন
- ➤ সার্থক শিক্ষার চেষ্টা

3. বহুভাষিকতা **17–25**

- ➤ বহুভাষিকতার উদ্দেশ্য
- ➤ ছাত্রছাত্রীদের ভাষা শক্তি
- ➤ সর্বজনীন ব্যাকরণের পরিকল্পনা
- ➤ বহুভাষিকতা ও স্বল্পসংখ্যক আদিবাসী ভাষা
- ➤ বহুভাষিকতা ও দক্ষিণ ভারতের ভাষা
- ➤ বহুভাষিকতা ও ইংরাজি শ্রেণিকক্ষ
- ➤ বহুভাষিক কক্ষ
- ➤ বহুভাষিকতার প্রতিবন্ধকতা

4. বিষয়সমূহের কেন্দ্রে ভাষা **26–39**

- ➤ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

- ➤ প্রতিটি বিষয়ের অধ্যাপকই ভাষার অধ্যাপক
- ➤ ভাবনার স্বাধীনতা এবং মৌলিকাতার প্রশ্ন
- ➤ ভাষা ও অন্যান্য বিষয়
- ➤ প্রযুক্তিগত শব্দভাণ্ডার ও শিশুদের বোধ
- ➤ উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়

5. ভাষার মাধ্যমে বার্তা — **40–45**

(প্রসঙ্গ : ইংরাজি ও হিন্দি)
- ➤ ইংরাজি ও হিন্দির পারস্পরিক সম্পর্ক
- ➤ 1967 সাল পরবর্তী
- ➤ 1987 সাল ফিরে দেখা
- ➤ পরিবর্তনের নতুন বাঁক
- ➤ ইংরাজি ভাষার বিকাশের ইতিহাস
- ➤ নতুন শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা

6. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ — **46–52**
- ➤ শিক্ষকদের উদ্যোগ
- ➤ সামাজিক উদ্যোগ
- ➤ প্রশাসনিক উদ্যোগ

পরিশিষ্ট– 1 — **53–55**

তথ্যসূত্র — **56–57**

1

শিক্ষা সম্পর্কিত নথিপত্রে ভাষা

- শিক্ষা সমিতির প্রতিবেদন : বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 1964-66
- জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1968
- জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1986
- বাস্তবায়নের কর্মসূচি – 1992
- জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 1988, 2000
- জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 2005
- জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020

আমাদের দুটি ঠোঁট আছে। দুটি পরস্পরকে স্পর্শ করে। ঠোঁট জিভের সঙ্গে মিলে একটি লয়ে সঞ্চালিত হলে ভাষা তৈরি হয়। একটি নড়ার সময়, অপরটি স্পন্দিত না হলে কথা বার্তা অসম্ভব। (ভাষার উপর একজন কবির দৃষ্টি)

1971 সালের গণনা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রায় 1652টি ভাষা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র 47টি ভাষা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মাধ্যম হতে পেরেছে। (সূত্র: ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ-2005) । বাকি ভাষাগুলি প্রায়ই নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে এই ভাষাগুলির মধ্যে অনেকেই নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছে। কেন এই অবস্থা? শুধুই কী কিছু ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে নি, তাই এই শব্দহীনতা? না এর কারণ- বহু সংস্কৃতি, বহু সমাজ, বহু ভাষা ও কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীদের চিরদিনের জন্য শব্দহীন করে দেওয়ার একটি সংকেত। এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

আমাদের ভাবতে হবে, যে কোনো ভাষাই তার সহযোগী ভাষার সঙ্গে বিকাশিত হয়। হিন্দি ভাষার কথাই ধরা যাক, আমাদের বুঝতে হবে যে এই হিন্দি অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে মিলে তৈরি হয়েছে। সমস্ত ভাষাগুলির সঙ্গে মেলবন্ধনে গঠিত ভাষা ছাত্রছাত্রীদের নিজের মাতৃভাষায় শুনতে হবে। আমাদের অনেক নির্বাক ভাষা এমন এক চেষ্টার প্রতীক্ষায় আছে যাতে দুটো ঠোঁট মিলে যায় (ছাত্রছাত্রীদের বোধশক্তি ও ভাষার মেলবন্ধনের মাধ্যমে) এবং ভাষার মধ্যে এক জনগণতান্ত্রিক স্থান তৈরি হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সমস্ত শিক্ষা সম্পর্কিত নথিপত্রে মাতৃভাষাকে শিক্ষার(বিশেষ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা) মাধ্যম হিসাবে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল এবং

ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য মাতৃভাষা ও তাদের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নিচে বিভিন্ন নথিপত্রে প্রদত্ত ভাষা সম্পর্কিত পরামর্শগুলি লিপিবদ্ধ করা :

শিক্ষা সমিতির প্রতিবেদন : বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 1964-66

প্রাথমিক শিক্ষায় যে মূল সমস্যা তার সমাধান হিসেবে আমাদের প্রয়োজন ভালোভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও নিরক্ষরতা দূর করা। উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে, দেখা যায় উন্নত দেশেও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম একটি ভাষা অধ্যয়নের উপরই প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার বিকাশ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরই এই সব দেশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় ভাষাকে ব্যবহার করে।

****

আমরা বিশ্বাস করি ইংরাজির মতো বিদেশি ভাষা শেখার আগে মাতৃভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করা প্রয়োজন। এছাড়াও প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে যেখানে কমপক্ষে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তাদের ইংরাজি মাধ্যমে পড়ানোর জন্য সে ভাষায় দক্ষ প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, কিন্তু বাস্তবে তা নেই। যদি এটি সম্ভবও হয়, তাহলে শিক্ষাখাতে বাজেটের উপর অতিরিক্ত বোঝা বাড়বে। আমাদের মতে, অহেতুক এই বৃহৎ কার্যের পিছনে ছুটলে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষার মান কমবে বৈ বাড়বে না। এইজন্য আমরা সুপারিশ করছি যে, কিছু স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে ইংরাজি শিক্ষা শুরু করলে সামগ্রিকভাবে পঞ্চম শ্রেণির আগে তা শুরু না হওয়াই উচিত।

শিক্ষা আয়োগের রিপোর্ট, 1966-66, পৃষ্ঠা 218-219

জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1968

ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশ এবং শিক্ষা তথা সংস্কৃতির বিকাশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এর অভাবে মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীল শক্তির বিকাশ সম্ভব হবে না, শিক্ষার মাত্রার বিস্তার হবে না, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হবে না এবং শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য একইরকম থাকবে; বিষয়টি এর চেয়ে বেশি না হলেও কম নয়। বেশ কিছু ভাষা প্রথম থেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষাতেও একে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

হিন্দি : হিন্দি ভাষার বিকাশের জন্য সাধ্যমত সব চেষ্টাই করতে হবে। সংবিধানের 351 নং ধারাকে মনে রেখে ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবে হিন্দি ভাষাকে বিকাশিত করা জরুরি। অহিন্দি রাজ্যে যেখানে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে হিন্দি ভাষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাকে উৎসাহ

দেওয়া উচিত। (মন্তব্য : এই বক্তব্য সব ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)

আন্তর্জাতিক ভাষা সমুহ : ইংরাজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির অধ্যয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিশ্বের জ্ঞান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষকে এই অগ্রগতির সঙ্গী হয়ে থাকলেই চলবে না, তাতে সক্রিয় অংশীদারিও প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান বিশেষভাবে মজবুত করতে হবে।

— (জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1968, পৃষ্ঠা 3-4)

1968 সালের নীতিতেও ত্রিভাষা সূত্র বিষয়টি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল। যাতে জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা(2005) এইরূপে ছিল –

ত্রিভাষা সূত্র

- প্রথম ভাষা
  - বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাদানের ভাষা হোক মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।
- দ্বিতীয় ভাষা
  - হিন্দি ভাষী রাজ্যে শিক্ষাদানের দ্বিতীয় ভাষা হোক যেকোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা অথবা ইংরাজি ভাষা।
  - এবং অহিন্দি ভাষী রাজ্যে শিক্ষাদানের দ্বিতীয় ভাষা হবে হিন্দি অথবা ইংরাজি।
- তৃতীয় ভাষা
  - হিন্দি ভাষী রাজ্যে তৃতীয় ভাষা হবে ইংরাজি অথবা একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা,
  - যেটা দ্বিতীয় ভাষা রূপে পড়ানো হয় না।
  - অহিন্দি ভাষী রাজ্যে শিক্ষাদানের তৃতীয় ভাষা হবে ইংরাজি অথবা একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যেটা দ্বিতীয় ভাষা রূপে পড়ানো হয় না।

— ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তিপত্র, পৃষ্ঠা 13

জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1986

1986 সালের শিক্ষা নীতি, 1968 সালের শিক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করে ভাষা শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে চর্চা করা হয়েছিল। এই শিক্ষা নীতি উচ্চশিক্ষার স্তরেও শিক্ষণের মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাকে প্রয়োগের উপর জোর দেয়। ত্রিভাষা সূত্রকে দৃঢ় ভাবে প্রয়োগ করা হোক; শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ছাত্রছাত্রীদের

ভাষিক বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হোক। ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুবিধা প্রদান করতে হবে; মাধ্যম ভাষা হিসাবে হিন্দিকে উন্নত করতে হবে - সংবিধানের 351 নম্বর ধারায় এভাবে বলা হয়েছে। ... এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় বইয়ের অনুবাদ তথা দ্বিভাষী ও বহুভাষী শব্দভাণ্ডারের উপরও গুরুত্ব সহকারে কাজ করার প্রয়োজন আছে।

— বাস্তবায়নের কর্মসূচি-1992, পৃষ্ঠ 94

1986 সালের নীতির বাস্তবায়নের পরামর্শে ভারতীয় ভাষার উন্নতি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।

- আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক/প্রাসঙ্গিক বইপত্র তৈরি করে প্রকাশিত করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দকে এই বিষয়াভিমুখী করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তক ও প্রাসঙ্গিক বইপত্রগুলি ইংরাজি থেকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। এই কাজগুলি সর্বদা পর্যবেক্ষণও করতে হবে।

বোঝার মাধ্যমের দৃষ্টিতে এই পরামর্শগুলি মাথায় রাখা প্রয়োজন –

পট্টনায়েক – 1986 (অ)

- স্কুল শিক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষা, রাজ্যের ভাষা, হিন্দি অথবা ইংরাজিতে হতে পারে।
- আমাদের মতে, প্রথমিক শিক্ষা হল মুখ্যত ভাষা শিক্ষা, তাই বিষয়রূপে মাতৃভাষা বা অঞ্চলিক ভাষাও অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।
- মানুষের ভাষা শেখার ক্ষমতা প্রচুর, বিশেষ করে তার বয়স যখন কম থাকে। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ভাষাও পড়ানো যেতে পারে যদি সেখানে পড়ার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকে। কয়েক বছর ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দিয়ে আশানুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মতের বিপরীত ধারণা হল, ভাষা একে অপরের সঙ্গে মিশে উন্নতি লাভ করে।
- এটা পরিষ্কার যে, তিনটি ভাষা ত্রিভাষা সূত্রের নূন্যতম সংখ্যা। এটা এই সূত্রের সর্বোচ্চ সীমা নয়। সংস্কৃত-কে আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিসাবে পড়া উচিত। যেখানে এর প্রকৃতি ধ্রুপদী সংস্কৃত থেকে বেশি মাত্রায় পৃথক হওয়া উচিত।
- শাস্ত্রীর (অভিজাত) ও বিদেশি ভাষা নিজ নিজ পদ্ধতিতে পড়া উচিত। এতে ব্যাকরণগত জটিলতা বুঝতে সুবিধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরম্পরা, সংস্কৃতি তথা মানুষ – জনের কাছে পৌঁছাতে সুবিধা হয়, যা সচরাচর আমাদের সীমানার বাইরে।

— ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – আধার পত্র, পৃষ্ঠা 16

বাস্তবায়নের কর্মসূচি – 1992

ব্যবহারিক ত্রিভাষা-সূত্রের ভিত্তি

ব্যবহারিক ত্রিভাষা-সূত্র নির্মাণে নিম্নলিখিত মার্গদর্শনকারী সিদ্ধান্ত থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

- যতদিন পর্যন্ত ইংরাজি, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষণের মূল মাধ্যম এবং কেন্দ্র তথা বেশ কিছু রাজ্যে প্রশাসনের ভাষা হিসাবে থাকবে; ততদিন এর উচ্চ স্থান বজায় থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রান্তীয় ভাষা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হবার পরও সব ছাত্রছাত্রীর জন্য ইংরাজির ব্যবহারিক জ্ঞান খুবই উপযোগী হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারীদের তাতে যথেষ্ট যোগ্য হওয়া প্রয়োজন।
- স্কুলে কোনো ভাষা অধ্যয়ন করে কতটা যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে, এটা শুধুই এর উপর নির্ভরশীল নয় যে, সেই ভাষা কত বছর ধরে শেখা হয়। বরং এর উপরেও নির্ভর করে যে ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোন প্রেরণা রয়েছে, ভাষা কোন অবস্থায় শেখা হচ্ছে; তথা শিক্ষক, শিক্ষার অভিমুখ এবং শিক্ষণ পদ্ধতি কী রকম। উপযুক্ত সুবিধাগুলির অভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ভাষা পড়ানোর পরও পরিণাম ফলপ্রদ হয় না, তুলনায় অনুকূল পরিস্থিতিতে কম সময়েও ভাল ফল লাভ করা যায়। যদিও শৈশব অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার পক্ষে তর্ক করা যেতে পারে; কিন্তু আমাদের ধারণায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্য শিক্ষকদের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে।
- হিন্দি অথবা ইংরাজিকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে অপরিহার্য কোন স্তর থেকে শুরু করা হবে এবং কত দূর অবধি শেখানো যাবে; এটি স্থানীয় অভিমুখ ও প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল, এছাড়াও এটি প্রতিটি রাজ্যের বিচক্ষণতার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।
- কোনো অবস্থাতেই চারটি ভাষার শিক্ষা অনিবার্য করা উচিত নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় চার বা তার অধিক ভাষার শিক্ষার সুবিধা থাকা উচিত।

— বাস্তবায়নের কর্মসূচি – 1992

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 1988, 2000

1988 ও 2000 সালের জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখায় এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, 'স্কুলে শিক্ষার সময় প্রতিটি স্তরে অন্তত পক্ষে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় অথবা আঞ্চলিক ভাষা হওয়া উচিত।' (এন. সী. ইফ. এস. ই. 2000)। কিন্তু এখানে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যে গভীর সমস্যা তা উপেক্ষা করা হয়। এই রূপরেখায় বলা হয়েছিল, যদি আঞ্চলিক ভাষা ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা না হয় তাহলে তাদের প্রথম দুই বছরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে

পারে। তৃতীয় শ্রেণি ও তার পরবর্তীকালে 'আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে' (এন. সী. ইফ. এস. ই. 2000)।

ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তি পত্র, পৃষ্ঠা 15-16

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 2005

আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতার মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। ত্রিভাষা সূত্র ভারতের ভাষা পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ ও সুযোগকে বিবেচনার করার একটি প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এটি একটি কৌশল যেটি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করে। এটিকে কার্য ও ধারণা এই দুই রূপেই গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে বহুভাষিকতা ও জাতীয় সম্প্রীতির প্রসার। নিম্নলিখিত দিকনির্দেশগুলি এই লক্ষ্যপূরণের সহায়ক হতে পারে –

- ভাষা শিক্ষণ বহুভাষিক হওয়া উচিত, কেবল কয়েকটি ভাষা শিক্ষার অর্থেই নয়, বরং রণকৌশল তৈরি করার দিক থেকেও যাতে বহুভাষিক শ্রেণিকে এক ভাণ্ডার হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ছাত্রছাত্রীদের ঘরের ভাষা বা ভাষাসমুহ , যেমন 3.1-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বিদ্যালয়ে তা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত।
- যদি বিদ্যালয়ে উচ্চতর স্তরের শিক্ষা ঘরের ভাষার মাধ্যমে দেওয়ার সুবিধা না থাকে তাহলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ঘরের ভাষার মাধ্যমে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ঘরের ভাষাকেও সম্মান জানানো উচিত। আমাদের সংবিধানের 350(ক) নং ধারা অনুযায়ী 'প্রতিটি রাজ্য ও রাজ্যের ভিতর প্রতিটি স্থানীয় অনুমোদনকারী ভাষার সংখ্যালঘু বর্গের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের পর্যাপ্ত সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করা উচিত।'

— জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 2005, পৃষ্ঠা 42

তাই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা(2005) জন্য নির্মিত লক্ষ্যগুলি 'ভারতীয় ভাষার শিক্ষা'- য় এই পরামর্শ দেয় যে বিদ্যালয়ের স্তরে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় নির্দেশাবলীর মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত। 1986 সালে এন. সি. ই. আর. টি. সংস্থার দ্বারা ভাষা অধ্যয়নের জন্য গঠিত কমিটি পরামর্শ দিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এটি অত্যন্ত আবশ্যিক বলে গন্য করতে হবে। কারণ –

- এটি জনসাধারণকে রাষ্ট্র পুনর্গঠনে যোগ্য করে তোলে।
- এর ফলে কিছু অভিজাতদের হাত থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করে।

- পরস্পর সহযোগী ও নির্ভরশীল সমাজ নির্মাণে এটি সাহায্য করে।
- এটি অধিক সংখ্যক মানুষের অভিমত প্রদান করার সুযোগ করে দেয় এবং তার ফলে গণতন্ত্র হয় অধিক সুরক্ষিত।
- তথ্যের বিকেন্দ্রীকরণের রাস্তা উন্মোচিত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার স্থানে স্বাধীন মিডিয়ার বিকাশে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে। সঙ্গে বেশি থেকে বেশি লোকের শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সুযোগ করে দেয়।

— ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তি পত্র, পৃষ্ঠা 14-15

জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020

- এটা সর্বজনবিদিত যে শিশুরা নিজের ঘরের ভাষা বা মাতৃ ভাষায় সার্থক ধারণাসমূহকে অতি দ্রুততার সঙ্গে শিখতে বা বুঝতে পারে। ঘরের ভাষা মোটের উপর মাতৃভাষা বা স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষা হয়। অবশ্য অনেকবার বহুভাষী পরিবারে অন্য কোন সদস্যের দ্বারা বলা কোন মুখের ভাষা হতে পারে, যা কখনো কখনো শিশুর মাতৃ ভাষা বা স্থানীয় ভাষা থেকে ভিন্ন হয়। যতদূর সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম নূন্যতম পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত হওয়া উচিত, তবে ভালো হয় যদি অষ্টম শ্রেনী বা তার চেয়েও বেশি ঘরের ভাষা / মাতৃ ভাষা / স্থানীয় ভাষা বা ক্ষেত্রীয় ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব হয়। এরপর, ঘরের বা স্থানীয় ভাষাকে যেখানেই সম্ভব ভাষা রূপে পড়ানো উচিত। সার্বজনীন এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন – দুই ধারার বিদ্যালয়ই এই বিষয়কে অনুপালন করবে।

— জাতীয় শিক্ষা নীতি, 2020, ক্রম .4.11

- যেমনটা গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্টরূপে দেখা গেছে, শিশুরা ২ থেকে ৮ বছর বয়েসের মধ্যে খুব দ্রুত ভাষা শেখে আর বহু ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে এই বয়সের ছাত্র – ছাত্রীদের খুব বেশি ক্রমবর্ধমান উপকার হয়। প্রাথমিক ভিত্তিগত স্তরের সূচনা এবং এর পর থেকেই শিশুদের বিভিন্ন ভাষায় (কিন্তু মাতৃ ভাষার উপর বিশেষ জোর দিয়ে) প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। সব ভাষাই এক রকম মনোরঞ্জন ও কথোপকথনের শৈলীতে পড়ানো হবে , যেখানে অনেক কথোপকথন থাকবে, শুরুতে পড়া এবং পরে মাতৃ ভাষা লিখতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এবং তার পরের শ্রেণী থেকে অন্য ভাষা পড়া ও লেখার দক্ষতা বিকাশিত করা হবে।

— জাতীয় শিক্ষা নীতি, 2020, ক্রম .4.12

- এই সম্পর্কে, উচ্চতর গুণমান সম্পন্ন বিজ্ঞান ও অঙ্কের দ্বি ভাষিক পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণ উপাদান সামগ্রী তৈরি করার সব রকম প্রচেষ্টা করা হবে। যাতে করে

শিক্ষার্থী দুটি বিষয়েই ভাবার ও বলার জন্য নিজের ঘরের ভাষা বা মাতৃ ভাষা এবং ইংরেজি – দুটিতেই সক্ষম হতে পারে।

— জাতীয় শিক্ষা নীতি, 2020, ক্রম.4.14

- ভারতীয় ভাষা সমূহকে শিক্ষণ এবং শেখাকে বিদ্যালয় এবং উচ্চতর শিক্ষার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে একীকৃত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভাষা যাতে করে প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত হয়ে থাকে এইজন্য উল্লেখিত ভাষা সমূহের উচ্চতর গুনাগুণ সম্পন্ন শেখার এবং ছাপা সামগ্রীর নিরন্তর সরাবরাহ বজায় থাকা উচিত। - যার মধ্যে পাঠ্য পুস্তক, অভ্যাস পুস্তক, ভিডিও, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, পত্রিকা ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে আছে। ভাষার শব্দকোষ ও শব্দভাণ্ডার আধিকারিক ভাবে নিরন্তর সময় উপযোগী অনুসারে উন্নত হওয়া উচিত এবং এর ব্যাপক প্রসারও করা উচিত যাতে সমসাময়িক সমস্যা ও ধারণা নিয়ে এই সমস্ত ভাষায় আলোচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ – ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মানি , হিব্রু, কোরিয়ান, জাপানী প্রভৃতি ভাষায় এই ধরণের গবেষণা ও ছাপার বিষয় তৈরি এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুবাদ করা হয় তথা শব্দ ভান্ডার ধারাবাহিকভাবে অধ্যায়ন করা হয়। কিন্তু নিজের ভাষাকে জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক ভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য গবেষণা, ছাপার বিষয় ও শব্দকোষ নির্মাণে ভারতের গতি অত্যন্ত শ্লথ।

— জাতীয় শিক্ষা নীতি, 2020, ক্রম.22.6

- ভারতীয় ভাষা সমূহের উন্নতি এবং প্রসার তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের নিয়মিত ভাবে প্রয়োগ করা হবে তথা শিক্ষা ও শেখানোর জন্য প্রয়োগ করা হবে। ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট কবিতা এবং গদ্যের জন্য পুরষ্কার ঘোষণা করার মতো উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে জীবন্ত কবিতা, উপন্যাস, পাঠ্য পুস্তক, তথ্যভিত্তিক সাহিত্য এবং পত্রকারিতার মতো অন্য কাজ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। ভারতীয় ভাষায় যোগ্যতার মানদণ্ডের ভিত্তিতে দক্ষ কর্ম সংস্থান একটি অংশ হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে।

— জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020, ক্রম .22.20 মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়

দস্তাবেজ ও গবেষণার এই সমস্ত পরামর্শের পরও আজ 75 বছরে তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় নি। NCERT ভাষা সম্পর্কিত যে দুটি গবেষণা করিয়েছিল (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা 51-54), সেখানে ভাষার মাধ্যম নিয়ে যে রাজ্যয়াড়ি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল সেখানে অধিকাংশ রাজ্যতেই অনেক ভাষাকে ভাষা মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভাষার মাধ্যমকে নিয়ে কাগজে যে প্রস্তাবনা ও রূপরেখা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক কিন্তু ঘরের ভাষা ও বিদ্যালয়ের ভাষার মধ্যের দূরত্ব এখনো মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। দিন প্রতিদিনে একদিকে ঘরের ভাষা ও অন্যদিকে বিদ্যালয়ের ভাষার মধ্যের দূরত্ব বেড়ে চলেছে আর অন্যদিকে

ইংরেজি ভাষার সঙ্গে অন্য ভারতীয় ভাষার সম্পর্কও ক্রমিক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মানসিক বোঝ এমন মাত্রায় বেড়েছে যে শিশুদের নিজস্ব বোধিকতা ও অভিব্যক্তি কোথাও চাপা পড়ে গেছে। এইজন্যই রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখায় (2005) এই বিষয়ের উপর পুরো জোর দিয়ে ফের বলার প্রয়োজন পড়েছিল যে শিশুদের ঘরেই ভাষাই যেন তাদের বোঝার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যাতে শিশুরা মুখস্ত করার জায়গায় বুঝে পড়তে পারে। শিক্ষা তাদের জন্য বোঝা না হয়ে যেন একটি আনন্দদায়ক অনুভব হয়ে ওঠে। এই সমস্যার পিছনে কিছু ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি আছে।

এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে NCERTর ভাষা বিভাগ একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে, যেখানে সারা দেশের শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করে। এই বিতর্ক সভা পাটনা, বারাণসী, উদয়পুর এবং দিল্লিতে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিষদ রূপে আয়োজিত হয় সেখানে যে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ভাবে উঠে আসে, তা হল, শিশুদের নিজেদের ভাষাই যেন তাদের বোঝার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পুরো বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এর বাস্তবায়ন। এই আলাপ-আলোচনার মধ্য থেকে এ কথাও উঠে এসেছিল যে একে বাস্তবায়িত করার জন্য এক ব্যপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। কেবল শিক্ষাগত নয় বরং একই সঙ্গে সামাজিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও একটি সচেতন প্রস্তুতি নিতে হবে এবং বোঝার মাধ্যম সম্পর্কিত বোধের নির্মাণে একটি কার্যকারী পদক্ষেপ নিতে হবে।

2

ভাষা ও জ্ঞান

- ➤ ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও ভাষা
- ➤ জ্ঞানের আধার রূপে ভাষা
- ➤ ভাষা ও সামাজিক ঐক্য
- ➤ ছাত্রছাত্রীদের অস্তিত্বের প্রশ্ন
- ➤ সার্থক শিক্ষার প্রয়াস

ভাষা ও জ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু শিক্ষায় এই জ্ঞানের প্রয়োজনকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। বিগত বছরগুলিতে শিক্ষা সম্পর্কিত যে নতুন নীতিগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষায় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। তার আগে, জানা দরকার জ্ঞান কী? এরও কোনো বোধ তৈরি হয় নি। জ্ঞান দান ও গ্রহণ করার পরম্পরা চলে আসছিল। এর বহু কিছু আজও চলছে। সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল ছাত্রছাত্রীদের ভাষা কী? এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে মজবুত করতে হবে-

ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও ভাষা

- বিদ্যালয় আসার আগে শিশুরা ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীকে অনুভব করতে থাকে।
- শিশুরা ভাষা শেখে না বরং মস্তিষ্কে তা সৃজন করে।
- শিশুরা জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে এবং তা সৃজন করে।
- ওদের চারপাশে ব্যবহৃত অনেক ভাষা কোনো সমস্যা নয় বরং তাদের সম্বল। অনেক ভাষা শিক্ষায় সমতার কাজ করতে পারে।
- পাঠ্যক্রম ও ভাষা যখন ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তা আরো সমৃদ্ধ হয়।
- ছয় বছরের শিশুর ভাষাও খুব জটিল হতে পারে। তার কাছে ভাষার এমন ব্যাকরণ থাকে যেখানে সে সব কিছু প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যদি তার উপর মাধ্যম হিসাবে দ্বিতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার জ্ঞান শক্তিশালী হবে না।

চমস্কি (1959) তাঁর 'রিভিও অব স্কিনার্স ভারবাল বিহেবিয়ার'-এ প্রয়োগবাদের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চমস্কি যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন ভাষিক ক্ষমতা জন্মগত, বরঞ্চ ভাষা-ব্যবস্থা শেখার পদ্ধতি কখন সম্ভব নয়। কিন্তু পিয়াজে (1962-1983 অন্য কোনো জায়গা থেকে), ইনহেল্ডর ও পিয়াজে (1958) এবং ব্যোগৎস্কি-র (1978, 1986) মতো মনোবৈজ্ঞানিক এই দুটি চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পথনির্দেশ করেছেন। যেখানে প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মস্তিষ্ক একটি 'ফাঁকা স্লেট'-এর মতো, সেখানে জ্ঞানবাদী মনোভাবে বিশ্বাসীদের (চমস্কি প্রভৃতি) মতে ভাষা মানুষের মস্তিষ্কে প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল, সার্বজনীন ব্যাকরণ রূপে সংযুক্তভাবে। পিয়াজের মতে ভাষা অন্যান্য জ্ঞানবাদী পদ্ধতির অনুরূপ পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

— রতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তি পত্র, পৃষ্ঠা 4

জ্ঞানের আধার রূপে ভাষা

জ্ঞান ও ভাষার সম্পর্কটি অনেকটা বাতাস ও তার তরঙ্গের মতো। আমাদের জ্ঞান আমাদের ভাষার দ্বারাই তৈরি হয়। ভাষা ছাড়া জ্ঞানের পরিকল্পনা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে ভাষাকে একটি 'টুল'-এর মতো ব্যবহার করা হয়। আমাদের এই লক্ষ্যে এখন কাজ করতে হবে এবং বোঝাতে হবে মানবীয় জ্ঞানের একমাত্র আবশ্যকীয় আধার হল ভাষা। বর্তমানে আমরা কী করছি? এই বিষয়েও ভাষাই আমাদের চেতনা দান করে। ভাষা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে যাতায়াতের একমাত্র জরুরি উপকরণ। কাল কি ছিল? এই ভিত্তিতে এটি কল্পনা করা যেতে পারে যে, আমাদের আজ কী চাই? নিজেদের বিষয়কে বিবেকপূর্ণ রূপে নির্ণয় করার কাজ ভাষাই করে। মানুষের এই সব পর্যায়গুলি তাদের নিজস্ব পরিবেশে সৃষ্টি হয় এবং এই গঠনপ্রণালি জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়। আর মানুষের এই জ্ঞান ভাষা থেকেই তৈরি হয়। ভাষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ধারণা তৈরি করি, সম্বন্ধের সমন্বয় করতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারি, নিজেদের লক্ষ্যকে দেখতে পাই ও অপরের লক্ষ্যকে বুঝতে পারি। তাই মানুষ গড়ার আবশ্যিক শর্ত হিসাবে ভাষা জ্ঞানের মাধ্যম হয়।

শিশুদের নিজস্ব ভাষাবয়ব তাদের মস্তিষ্কে জন্মাবধি বর্তমান। ধারণার অবয়ব এই ভাষার দ্বারাই তৈরি হয়। সে যখন কোনো নতুন জিনিস দেখে তখন সেটির সম্বন্ধ তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে জোড়ে এবং নতুন বিশেষত্বের খোঁজ করে, এইভাবে ঐ জিনিসটি সম্পর্কে তার ধারণা জন্মে।

যখন শিশু আর একটু বড় হয়, তখন সে পরিচিত বস্তুগুলি সঙ্গে অপরিচিত বস্তুগুলির সম্পর্ক তৈরি করতে পারে এবং সেই বিষয়ে কথা বলতে পারে।

এইসব ভাষার দ্বারাই সম্ভব। তাই শিশুদের মনে জন্মাবধি বর্তমান ভাষাবয়ব ও নতুন ধারণাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। তবে তাদের বোধ তৈরি হবে।

একটি শিশু উড়ন্ত একটি ময়ূর দেখে বলে 'কাগা' আর চলন্ত একটি ময়ূর দেখে বলে 'ভো ভো'। এখানে দেড় বছরের শিশুর ধারণা বিকশিত হচ্ছে - উড়ন্ত হলে পাখি আর চলন্ত হলে পশু। ছয়মাস পর দেয়াল বেয়ে চলা টিকটিকিকে বলছে 'পল্লী', কিন্তু যখন মা একে 'কাগা' বলছে তখন সে চমকে যাচ্ছে। এখন পার্থক্য অনেক স্পষ্ট হল। এটি শিশুদের শেখা ও জ্ঞান তৈরি করার পদ্ধতি। কোনো জিনিসকে দেখে শিশুরা সর্বদা একটাই প্রশ্ন করে- 'এটা কী?' সে এখানে শব্দের কথা জানতে চাইছে না; জানতে চাইছে ধারণার কথা। শিশুরা প্রথম যে ভাষা বলা শুরু করে, সেই ভাষাতেই সে জ্ঞান তৈরি করে, অর্থ বের করে, এই অর্থ তার জন্য বিশেষরূপে গুরুত্বপূর্ণ – এই বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে।

— এক অংশগ্রহণকারী

ভাষা ও সামাজিক ঐক্য

সামাজিক জীবন, মানুষ ও ভাষা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে এবং সৃষ্টিশীলতায় এটি বড় ভূমিকা পালন করে। শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতাগুলি ভাষার মাধ্যমে লালন করে এবং তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এই প্রক্রিয়াটি কোনো ভাষার দ্বারাই সম্ভব এবং এই ভাষা অবশ্যই শিশুদের ঘরের ভাষা অথবা মাতৃভাষা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রয়াস নিজের মাতৃভাষাতেই শুরু হয়। কারণ আবেগের ও অন্তরঙ্গ শব্দগুলো নিজের মাতৃভাষাতেই যথার্থরূপে প্রকাশিত হয়।

শিশু যখন প্রথমবার বিদ্যালয়ে আসে তখন তাকে শেখানো হয় যে, সে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে না; তাকে কথা বলতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্ধারণ করা ভাষায়। এটা এমন একটা ভাষা যা ইতিপূর্বে না সে ভেবেছে আর নাই বা বলেছে। এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। আমাদের ভাবতে হবে, শিশুরা নিজের মাতৃভাষায় নিজেকে নির্মাণ করতে পারে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষাকে অস্বীকার শুধু শিশুদের অস্বীকারই নয়, বরং সামাজিক সমতা, সামাজিক ন্যায় ও স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করা। এই প্রবণতা 'নির্বাক সংস্কৃতি'- র সঙ্গে সঙ্গে একটি হিংস্র সমাজের জন্ম দেবে। কারণ যখন শব্দের মাধ্যমে অভিব্যক্তির প্রকাশ সম্ভব হয় না তখন তারা অন্য কোন রাস্তা উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, যা অনুপযুক্ত হতে পারে।

সহিষ্ণুতার ভাব উজাগর করার জন্য শিশুদের নিজেদের ভাষায় ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও পড়াশোনা করার সুযোগ দিতে হবে। গান্ধিজি যে আজ থেকে প্রায় একশো বছর(1909) আগে 'হিন্দ স্বরাজ' বইটি ইংরাজিতে না লিখে তার মাতৃভাষা গুজরাটিতে লিখেছিলেন তা অকারণ ছিল না।

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি একদিকে কিছু মানুষের ভাষা স্বীকার করে, কিছু মানুষের করে না। এই স্বীকৃতিহীন শিক্ষাপ্রাপ্তির কৌশল অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র উপায়ও এখানে অস্বীকৃত হয়। আমাদের এই বিষয়েও নজর দিতে হবে যে, নতুন যন্ত্র তৈরিতে, নতুন গবেষণায়, নিজের ও সমাজ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা- এইসব তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা নিজেদের মাতৃভাষায় ভাবতে পারবো। আর এটি তখনই সম্ভব হবে, যখন প্রতিটি বিদ্যালয় ভাষাশিক্ষাকে নমনীয় করে তুলবে।

ছাত্রছাত্রীদের অস্তিত্বের প্রশ্ন

এমন দুটো বিদ্যালয়ের কথা কল্পনা করুন, যাদের নিজের নিজের ভাষানীতি আছে। প্রথম বিদ্যালয়ে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুলে আসে তখন তাদের নিজেদের মাতৃভাষাকে(উপজাতির ভাষাই হোক বা নিজেদের ঘরের ভাষাই হোক) পূর্ণ সম্মান ও সহায়তার সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে গ্রহণ করা হয়। সে নিজের ভাষা যেভাবেই বলে সেটি ভুল বা তাকে 'বোকা' বলেও অভিহিত করা হয় না। তারা তাদের ভাষায় নিজের বাবাকে, দাদুকে বা অন্যকোনো বয়োজ্যেষ্ঠকে 'তুমি' সম্বোধন করে। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও যদি তুমি বলে সম্বোধন করে, তাহলেও তাদের অপমান করা বা 'বোকা' বলে বসিয়ে দেওয়া যায় না। এই বিদ্যালয় ঐ ছাত্রছাত্রীদের ধীরে ধীরে বৃহত্তর পৃথিবী ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য 'আঞ্চলিক' ভাষার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই কাজ তাদের আত্মবিশ্বাসকে আহত অপমানিত না করে ধীরেধীরে করা হয়।এই কাজ তাদের আত্মগৌরব বা আত্মবিশ্বাসকে আহত না করে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করছে। এই বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পূর্ব অর্জিত জ্ঞানকে স্বাগত জানায়। এখানে তারা মাতৃভাষা থেকে প্রান্তিকভাষায় সহজেই বিচরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা অন্য ভাষার মাধ্যমে শুরু হয়। ওখানে মাতৃভাষার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'বোকা' বলা হয়। এই সব বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেয় না। যদি উল্লিখিত এই দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে প্রথম বিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত এইসব ছাত্রছাত্রীদের মনে নিজের ভাষার প্রতি কোনো হীন মনোভাব তৈরি হয় না। এই ছাত্রছাত্রীদের প্রাদেশিক ও ইংরাজি ভাষাতেও পর্যাপ্ত অধিকার থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিদ্যালয় থেকে পাশ করা

ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষাকে অস্বীকার করার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যাবে এবং দ্বিতীয় ভাষার চক্করে পড়ে তাদের চিন্তা অভিব্যক্তির বদলে ভাষার উচ্চারণ এবং ব্যাকরণের দিকে চলে যাবে। পরবর্তীকালে এই ছাত্রছাত্রীরা কেবল চিন্তার সামঞ্জস্যের বদলে ভাষাকে মানানসই করার চেষ্টায় লেগে থাকবে।

> দুমকা অঞ্চলে সাক্ষরতা আভিযানের সময় হিন্দি পাঠ্যপুস্তকগুলিকে(বয়স্কদের জন্য) উন্নত করা হয়েছিল। বইগুলো খুব ভাল ছিল, কিন্তু এইগুলির মধ্যে দিয়ে কোনো বোধোপযোগীতা তৈরি হচ্ছিল না। তারপর স্থানীয় মানুষদের সাহায্যে নতুন পাঠ্য সামগ্রী তৈরি করা হয়েছিল এবং তা খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এই বইগুলি সাঁওতালি ভাষায় তৈরি করা হয়েছিল। কিছু মানুষ বলেছিল, এইভাবেই শুরু করাই ভালো, পরবর্তী কালে কর্মক্ষেত্রের ভাষাও এর যুক্ত করতে হবে।
> এই অভিজ্ঞতার ব্যবহার বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাতেও করা উচিত। কারণ বোধিকতার জন্য প্রথমে তাদের নিজেদের ভাষা তারপর ধীরে ধীরে অধিক প্রচলিত ভাষা বা সম্পর্কের ভাষা প্রয়োগ করা যেতে পারে।
>
> — একজন অংশগ্রহণকারী

শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ ও সম্পূর্ণ পৃথিবী-কে বোঝে এবং বিদ্যালয়ে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে নিয়ে আসে। যদি বিদ্যালয়ে তাদের মাতৃভাষাকে অস্বীকার করা হয়, তাহলে তারা সে পর্যন্ত যে ভাষায় নিজেদের গড়ে তুলেছে –তাকে অস্বীকার করা হয়। শিশুরা যে ভাষায় নিজেদের সত্তাকে গড়ে তুলেছে, যার দ্বারা তারা পৃথিবী সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান তৈরি করেছে, তাকে অস্বীকার করা শুধু মাতৃভাষাকে অস্বীকার করাই নয়; তাদের জ্ঞানের আধারকেও অস্বীকার করা। তাই আমাদের শিশুদের ভাষাকে স্বীকার করতেই হবে। তাদের ভাষার সীমাবদ্ধতাও থাকবে, তা সত্ত্বেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার(জ্ঞান) সুযোগ দিতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে তাদের রাজ্যের ও আরো ব্যাপক জ্ঞান-কাঠামোর ভাষার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রচেষ্টায়, তাদের নিজের মাতৃভাষার দ্বারা প্রাদেশিক ভাষাকে প্রভাবিত করারও ছাড়পত্র দিতে হবে। এই প্রচেষ্টা নতুন বিষয়কে সার্থকভাবে বুঝতে সাহায্য করবে এবং লেখাপড়া শেখায় আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা নিয়ে আসবে। শিশুরা যে ভাষায় প্রথম কথা বলতে শুরু করে, সেই ভাষাতেই তাদের জ্ঞান তৈরি হয় এবং সেখান থেকেই তারা অর্থ বের করে। এই অর্থ শিশুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – একথা আমাদের বুঝতে হবে। এর জন্য শ্রেণিকক্ষে আমাদের নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

এটা কত বড় দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বরাজের কথাও আমরা অন্যের ভাষায় বলি? এটা বোঝার বিষয় যে, যে শিক্ষাকে ইংরেজরা বাতিল করে দিয়েছে তাই আমাদের অলংকার হয়ে উঠেছে। ... ওরা যা ভুলে গেছে, আমাদের অজ্ঞানতার কারণে আমরা সেখানেই আটকে পড়ে আছি। ওখানে নিজ নিজ ভাষার উন্নতির চেষ্টা চলছে। ওয়েলস্ ইংল্যান্ডের একটি ছোট্ট পরগণা; সেখানকার ভাষা ধূলিকণা সমান নগণ্য। এই ধরণের ভাষার পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।
ওয়েলসের শিশুরা যাতে ওয়েলস্ ভাষাতেই কথা বলে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে। এতে ইংল্যান্ডের কোষাধ্যক্ষ লয়েড জর্জও যোগদান করেন। আর আমাদের অবস্থা কী? আমরা একে অপরকে চিঠি লিখি ভুল ইংরাজিতে। ... আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম ইংরাজি ভাষা। আমার মতে, দীর্ঘদিন ধরে যদি এইরকমই চলতে থাকে, তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের নিন্দা করবে এবং তাদের অভিশাপ আমাদের আত্মাকে কলুষিত করবে।...
আমার মনে হয় যে আমদের সব ভাষাকেই উজ্জ্বল ও মহৎ বানানো উচিত। আমাদের নিজের ভাষাতেই শিক্ষালাভ করা উচিত – এটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? বিষয়টি বিস্তারিরভাবে বোঝানোর জায়গা এটা নয়। যে সব ইংরাজি কাজের বই তা আমাদের নিজের ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।

— হিন্দ স্বরাজ থেকে

- সময়, ভাষা ও জ্ঞান পরিবর্তনশীল এবং আমাদের এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে মাথায় রেখে বোঝার জন্য সময় দিতে হবে।
- শিশুরা জগৎ সংসারের সমস্ত ভাষা শেখার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। তাদের এই ক্ষমতাকে শ্রেণিকক্ষে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- শিশুদের কল্পনা, অনুভূতি ও তাদের দৃষ্টির ভাষাকে শ্রেণিকক্ষে জায়গা দিতে হবে।
- তাদের ধ্বনির সঙ্গে খেলা করার সুযোগ দিতে হবে।
- তাদের নিজস্ব অর্থ তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে।
- শিক্ষকদের পরিভাষা ছাড়াই ধারণা পর্যন্ত পৌঁছনোর কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে।
- পাঠ্যসামগ্রীর সীমাকে বৃহৎ পরিবর্তন করতে হবে।
- যান্ত্রিক অনুবাদকে সৃজনশীল করতে হবে।
- প্রসঙ্গ ছাড়া ভাষা শেখানোর চেষ্টাকে ছাড়তে হবে। অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ অথবা a, b, c, d – ই ভাষা - এই ভ্রম দূর করতে হবে।
- ভাষা শিশুদের সত্তা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
- ভাষা তাদের বড় হয়ে ওঠার মাধ্যম।

- শিশুরা কোনো জিনিসকে দেখার সময় সেটিকে ভাষার সঙ্গে যুক্ত করেই দেখে।
- ভাষা অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার মূল ভিত্তি।
- যে শিশুরা কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, তাদের কাছেও একরকম ভাষা থাকে।
- শিক্ষকদের হিন্দি ভাষায় স্থানীয় ভাষার প্রবাহকে বিরামহীনভাবে আসতে দিতে হবে- সেটা উচ্চারণের ক্ষেত্রে হোক, বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে হোক অথবা বাগধারা প্রয়োগে ক্ষেত্রে। এর ফলে হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠী দুজনেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সার্থক শিক্ষার প্রয়াস

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে ছাত্রছাত্রীদের উপর বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে ‘নির্বাক সংস্কৃতি’-র জন্ম দিয়েছে। শিশুদের বোধশক্তির সব দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছে। অনেকগুলি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে একটি ছোট্ট দেশ হল পপুয়া গিনি। এই দেশটি নিজস্ব ভাষানীতির দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা চারশোর বেশি ভাষায় দেওয়া যেতে পারে। এই দেশটি ভাষাকে বোধোপযোগিতার বাহন করার চেষ্টা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি বা অন্যকোনো ভাষার সঙ্গে তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। আমাদেরও এই পথ অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরও প্রাথমিক শিক্ষায় জাপান, কোরিয়া, কিউবা, ফিন্ডল্যান্ড ও কানাডার মতো দেশের ভাষানীতিকে অনুসরণ করতে হবে। কানাডা এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যে, কোনো শিশুই তার নিজের ভাষার কারণে পিছিয়ে না পড়ে। এখানে ‘শিক্ষার অধিকার আইনে’ মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়টিও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উৎকৃষ্ট শিক্ষার জন্য তার সার্থকতা বেশি জরুরি। আমাদের এই চেষ্টাও করতে হবে যে, এই শিক্ষায় শিশুরা নিজের ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী হতে পারে। এইরকম শিক্ষা প্রাথমিক ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব। ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, প্রাথমিক ভাষায় যদি সমৃদ্ধ হয়, তবে দ্বিতীয় ভাষাশিক্ষা সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

3

বহুভাষিকতা

- বহুভাষিকতার উদ্দেশ্য
- শিশুদের ভাষা ক্ষমতা
- সর্বজনীন ব্যাকরণের পরিকল্পনা
- বহুভাষিকতা ও স্বল্পসংখ্যক তথা আদিবাসী ভাষা
- বহুভাষিকতা ও দক্ষিণ ভারতের ভাষা
- বহুভাষিকতা ও ইংরাজি শ্রেণিকক্ষ
- বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষ
- বহুভাষিকতার চ্যালেঞ্জ

একদিন একটি গ্রামে খুব হৈচৈ আরম্ভ হল। সেখানে এক মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এসেছেন। নক্ষত্র বিষয়ে তাঁর প্রচুর জ্ঞান। দুদিন ধরে সে অতিথিসেবা গ্রহণ করে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তৃতীয়দিন তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামের মানুষ তার খোঁজ শুরু করে, যখন খুঁজে পায় দেখে সে একটি কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছে। গ্রামের মানুষ বলে 'যে মাটিতে চলার রাস্তা জানেনা সে আবার আকাশের কি জানবে?' শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ে এই কাহিনিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিশুদেরও পায়ের তলার মাটি শক্ত করা দরকার। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তগুলির কথা বলতে হবে এবং তাকে শিক্ষার জগতে বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, আমাদেরও বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষার রাস্তা খুঁজতে হবে। বহুভাষিকতা এরকমই একটি রাস্তা।

বহুভাষিকতার উদ্দেশ্য

বহুভাষিকতা আমাদের জীবনে একটি প্রয়োজনীয় অংশ। আমাদের সংস্কৃতি ও আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জুড়ে আছে। আর আমাদের বহুভাষী হওয়া অন্যের সঙ্গে জুড়তে এবং অন্যকে বুঝতে সাহায্য করে। আজকাল এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ যাতায়াত করছে আর ওখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও নিজেদের জায়গা তৈরি করছে। তাই এই সময় এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক সংস্কৃতির ধারণার কোনো স্থান নেই। এমনটা ভাবা কেবল বেইমানিই হবে না বরং পুরো বিশ্বের জ্ঞানকে অস্বীকার করা হবে।

এই বিষয়টি আমরা বুঝি এবং এর পূর্ণ প্রয়োগও করি। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, এই বিষয়টি শিশুদের জীবনের সঙ্গেও জুড়ে রয়েছে। তাহলে শিশুদের কেন এ থেকে দূরে রাখা হয়? শিশুদের বোঝার জন্য, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, ওদেরকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য, তাদের মাতৃভাষা এবং বিদ্যালয়ের ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য বহুভাষিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিশুরা মাতৃভাষাকে জানে, চারপাশের পরিবেশে তা ব্যবহৃত হতে দেখে। এখন যেটা প্রয়োজন, তাদের নিজেদের ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্য ভাষার সঙ্গে তার সেতুবন্ধন করা। এইভাবে তাকে যদি আরো দুই-তিনটি ভাষা শেখানো যায়, তাহলে সে সহজেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

মাতৃভাষার ব্যবহার মেরুদণ্ডের হাড়ের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত। লেখাপড়া আমরা একবারই শিখি। মাতৃভাষায় এই শিক্ষা একবার যদি পাকা হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য ভাষায় লেখাপড়া অনেক সহজ হয়ে যাবে।

শিশুদের ভাষা ক্ষমতা

বেশিরভাগ শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে একটা নয়, প্রায়ই অনেকগুলি ভাষা শিখে নেয়। বিদ্যালয়ের প্রবেশের আগে শিশুরা কমপক্ষে পাঁচ হাজার বা তার অধিক শব্দ জেনে থাকে। এইভাবেই বহুভাষিকতা আমাদের পরিচয় বা সত্তার নির্ধারক হয়ে ওঠে। এমনকি দূরদূরান্তে কোনো গ্রামে তথাকথিত 'একভাষী' বিশেষ যোগাযোগমূলক পরিস্থিতিতেও সঠিক ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে। দীর্ঘ পঠনপাঠনের পর জানা গেছে যে, বহুভাষিকতার সৃষ্টিশীল প্রকাশ, সামাজিক সহনশীলতা, বিকেন্দ্রিক চিন্তা এবং শিক্ষাকেন্দ্রিক উপলব্ধির সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক আছে। ভাষার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অনুযায়ী সব ভাষাই যাদের আমরা উপভাষা, আদিবাসী বা খিচুড়ি ভাষা বলে থাকি – সেগুলো সমানভাবে বিজ্ঞানসম্মত। ভাষা একে অপরের সংস্পর্শে ঋদ্ধ হয়, সঙ্গে নিজের বিশেষ পরিচয়ও বজায় রাখে। বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষে এটি একান্ত অনিবার্য হওয়া উচিত যে, প্রতিটি শিশুর ভাষাকেই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং শিশুদের ব্যবহৃত ভাষার বিভিন্নতাকে শিক্ষণ পদ্ধতির অংশ মনে করে ভাষা শেখানো হোক।

> সব শিশু চার বছর বয়সে অনেকগুলি ভাষা শেখার ক্ষমতা রাখে।
> ভারতের সংবিধানের 29 নং অনুচ্ছেদে বলা আছে – "নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর অধিকার আছে।" অনুচ্ছেদ 30 ও 350 এ – তেও এ বিষয়ে বলতে গিয়ে নিজের নিজের ভাষার সংরক্ষণ ও অভিগম্যতার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

সর্বজনীন ব্যাকরণের পরিকল্পনা

ভাষাবিদও ভাষা শিক্ষণ প্রসঙ্গে এইরকমই মন্তব্য করে থাকেন। প্রতিটি ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে। প্রতিটি ভাষার কিছু বিশেষত্ব থাকে। প্রতিটি ভাষাই এক ও অদ্বিতীয়। উদাহরণ স্বরূপ – "আমি আমার বক্তব্য বলার চেষ্টা করছি", 'ট্রাই করছি', 'আপনি খাওয়ার চেষ্টা করুন', 'ট্রাই করে দেখুন'। এখানে প্রতিটি বাক্যের 'ট্রাই' শব্দের প্রসঙ্গ বদলে যাচ্ছে। এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে সমার্থক শব্দ সর্বদা এক অর্থ বহন করে না। যে ব্যক্তির দুই বা ততোধিক ভাষার জ্ঞান আছে, তার কাছে একটি ভাষা-ব্যবস্থার দুটো দিক আছে এবং আলাদা আলাদা ভাষার পৃথক 'ভাষা-ব্যবস্থা'ও আছে। ("বাচ্চে নে বোতল তোড়ি")"শিশুটি বোতল ভেঙেছে।" এটি উর্দু, পাঞ্জাবি, হিন্দি কোন ভাষা-ব্যবস্থার বাক্য? তিনটি ভাষারই হতে পারে। "মুন্ডে নাল ম্যা নি জা সকদি।"(লড়কে কে সাথ ম্যা নহি জা সকতি/ ছেলেটির সাথে আমি যেতে পারবো না) পাঞ্জাবিতে 'মুন্ডে'-র (ছেলে) সঙ্গে 'দে' যোগ করার প্রয়োজন নেই। এসব হল ভাষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। শিশুরা নিজে থেকেই তাদের চারপাশের উচ্চারিত ভাষার ধ্বনি, বাক্য রচনা ও শব্দ সম্পর্কে অবগত থাকে। দুটি ভাষার মধ্যে পার্থক্য ও ভাষার গঠনবিন্যাসও সে বোঝে। উদাহরণ স্বরূপ মাইসরের লোক 'কঙ্ঘি'(চিরুনি) কে বলবে 'কাঙ্ঘি'। আমরা যদি ভাষা-ব্যবস্থাটা চিনে নিতে পারি; তাহলে ভাষাশিক্ষায় উপস্থিত ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি সহজে বুঝে নিতে পারবো। যার কাছে দুই বা ততোধিক ভাষা জ্ঞান আছে; তার কাছে একটি শরীর ও দুটি আত্মাও আছে। এটি 'উন্নয়ন'-এর অংশ। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি ভাষা শেষ হয়ে যায়; তাহলে সংস্কৃতিও শেষ হয়ে যাবে। আফ্রিকায় ভাষা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে একটি সংস্কৃতিও নষ্ট হতে বসেছিল কিন্তু সময়মত মানুষ জন সচেতন হয়ে তাকে রক্ষা করেছিল।

> নাগাল্যান্ড ইংরাজি ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষা বানিয়ে নেয়, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে 17টি আদিবাসী ভাষাকেও প্রাথমিক স্তরে(শিক্ষা) স্বীকার করা হয়েছে। একটি ভাষাতে এম. এ. পর্যন্ত পড়ানো হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানের দ্বারা এই চেষ্টাই করা হচ্ছে যে শিশুদের নিজের ভাষাতেই পড়ানো হোক।

বহুভাষিকতা ও স্বল্পসংখ্যক তথা আদিবাসী ভাষা

যে ভাষা স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই প্রচলিত তাদের সন্তানরা সাধারণত বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। বহুভাষিকতাকে সম্মান জানিয়ে আমরা, ঐ সব শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। বহুভাষিকতার ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক

ভাষাভাষীদেরও অধিকার আছে যে, তারা যেন নিজের ভাষায় শিক্ষালাভ করে। ভাষা সংরক্ষণের জন্য একটি এজেন্সিও বানানো প্রয়োজন। একটি অল্পসংখ্যক ভাষা আয়োগ তৈরি করা হয়েছিল, যার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখন অবস্থা এরকম যে, যা সংখ্যালঘু নয় তা সত্ত্বেও শিক্ষাসত্রের বাইরে আছে।

গবেষণায় আদিবাসী শিশুদের উন্নতির জন্য বহুভাষিকতার কথাই বলা হয়েছে। একটি আদিবাসী শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে; তখন সে এক নতুন ভাষার মুখোমুখি হয়, সে ভাষা অসমীয়া ভাষা হতে পারে বা অন্য কোনো ভাষা। তাকে এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয় যে, সেও একদিন মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হবে। হোক না তার ভাষা চেঞ্জু বা অন্য কিছু। এর ফলে যে ভাষায় সে নিজের সংস্কৃতির বোধ তৈরি হয়েছে, তা থেকেই তার দূরত্ব বেড়ে যায়।

বহুভাষিকতা ও দক্ষিণ ভারতের ভাষা

এমনটাও মনে করা হয় যে, দক্ষিণ ভারতে বোধোপযোগী ভাষা হিসাবে স্থানীয় ভাষা যেমন- তামিল, কন্নড়, তেলেগু অথবা মালায়ালম এবং ইংরাজিই যথেষ্ট। ত্রিভাষা সূত্রানুসারে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি পড়া তাদের জন্য বোঝা স্বরূপ হতে পারে। সব রাজ্যের নিজস্ব সরকারী ভাষা আছে। শিশুদের নিজের নিজের ভাষাও আছে। তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজিও আছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এতগুলো ভাষা থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই কেন?

এই বিষয়ে আর একটি কথাও মাথায় রাখতে হবে যে, অনেক ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণির পর পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। সে মাতৃভাষা প্রথম থেকেই জানে। অতএব পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা মাতৃভাষায় হলে সে সহজেই তা শিখতে পারে, নয়তো পাঁচ বছর অন্য ভাষা শেখার চক্করেই শেষ হয়ে যাবে এবং সে ‘যথার্থ’ কিছু করতে পারবে না। ত্রিভাষা সূত্র কোনো বহুভাষিক ধারণা নয়, এটি কোনো নীতিও নয়। একে একটি কার্যপ্রণালি বলা যেতে পারে। এর মধ্যে ভাষার বিভিন্নতাকে পুনরায় ভেবে দেখা প্রয়োজন। আর এটা সম্ভব বহুভাষিকতার দ্বারা।

বহুভাষিকতা ও ইংরাজি শ্রেণিকক্ষ

ইংরাজি ভাষায় শিক্ষণের উদ্দেশ্য এমন বহুভাষীদের তৈরি করা, যারা আমাদের সব ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে, এটাই স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ছিল। তাই ইংরাজি যে শ্রেণিকক্ষ(1-3, অথবা 4 অথবা 5/6) থেকেই শুরু হোক না কেন তাকে অর্থপূর্ণভাবে শেখানো হোক। কিন্তু সাধারণত ইংরাজি শ্রেণিকক্ষে মাতৃভাষার প্রবেশ গোপন অনুপ্রবেশকারী রূপেই হয়। উত্তর লেখানোর সময় শিক্ষক পাঠের “সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা” করতে থাকে। শিশুরা

বোধোপযোগীতায় মাতৃভাষাকে প্রাণ খুলে ব্যবহার করে অথবা ইংরাজির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে তাকে সঠিক স্থান দেওয়া যেতে পারে। প্রভু(1987) এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন – "ব্যাংগালোর(ব্যাঙ্গালুরু) প্রজেক্টে মাতৃভাষার প্রয়োগের সীমা কার্যপ্রণালীর অপ্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সহজেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এখানে সব উপাদান ইংরাজিতেই ছিল এবং উত্তরও ইংরাজিতেই আসতো। প্রয়োজন অনুসারে মাতৃভাষাই ইংরাজি ভাষাকে বোধগম্য বানিয়েছিল। যদি ইংরাজি ভাষায় বিভিন্ন প্রকার উপাদান পাওয়া যায় এবং সেগুলিকে বোধগম্য করার জন্য সত্যিকারের চেষ্টা করা হয় তাহলে মাতৃভাষা তাতে হস্তক্ষেপ না করে বরং সাহায্যই করে।" ক্রেশন (1985 : 94) জানান "আক্ষরিক অনুবাদ প্রভাবশালী হয় না", শ্রেণিকক্ষে দুই ভাষার ব্যবহারে প্রথম ভাষাকে পটভূমিতে হিসাবে ব্যবহার করলে উদ্দিষ্ট ভাষার বিষয়বস্তুকে বোধগম্য করা জরুরী।

ইংরাজি ভাষাশিক্ষণের উপদান তৈরি করার জন্য, মাতৃভাষার পূর্বকথিত ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ভাষাশিক্ষণের পূর্বকথিত স্তর কি হতে পারে, এই বিষয়ে শিক্ষকদের মানসিকতা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

কিছু সম্ভাবনা

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মধ্যে এবং 'ভাষা' ও 'বিষয়'-গুলির মধ্যে দূরত্বকে কমানোর চেষ্টা করতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অথবা কমপক্ষে 1ম থেকে 3য় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যে গতিবিধি তা তাদের চারপাশের জগত সম্পর্কে সজাগ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, এই জ্ঞান ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষাতেও দেওয়া যেতে পারে (দাস 2005)। এই রকম বহুভাষিক গতিবিধিগুলির উন্নতির জন্য উপাদান তৈরি করা এবং শিক্ষকদের সাহায্যে একটি স্পষ্ট কলাকৌশল তৈরি করা জরুরি। যাতে একাধিক ভাষা উদাহরণ হিসাবে থাকবে এবং নিয়মাবলী পরিবর্তনের স্বাধীনতাও থাকবে।
- একাধিক ভাষায় সমান্তরাল পঠন-পাঠন শুরু করা- এটাও ঐ একই গল্প হতে পারে। যেরকম এন.বি. টি. ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষাতেও বিভিন্ন কাহিনি প্রকাশ করছে(দেখুন অমৃতাবল্লী ও রামেশ্বর রাও, 2001)। প্রমিস ফাউন্ডেশন ইংরাজি এবং চারটি ভারতীয় ভাষায় একটি বৃহৎ পুস্তক তৈরি করেছে। সি. আই. ই. এফ. এল.-এর পূর্ণ ভাষা দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দ্বিভাষী বইও তৈরি করা হয়েছে। এই রকম সমান্তরাল পাঠ একে অপরের যথাযথ অনুবাদ হতে হবে এমন নয়; কিন্তু সমান অর্থবহ হোক। যেখানে একরকম ভাষিক গতিবিধি, যেমন ছড়া, ধ্বনির চলন ইত্যাদি থাকে। শিশুরা যাতে ভাষার এই ধ্বনিময়তা ও তার গঠনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। পাঠ

একধরণের গতিশীল কৌশল। এক ভাষায় পাঠ দক্ষতা অন্য ভাষা শিখতে সাহায্য করে(ওয়েস্ট 1941)। এটি কেবলমাত্র একই লিপির ভিন্ন ভাষাগুলির ক্ষেত্রেই নয়, ভিন্ন লিপির ভাষাসমূহতেও সমান কার্যকরী হয়। (ওয়েস্ট বাংলা ও ইংরাজি ভাষার উপর কাজ করেছে: দুটি লিপির অবস্থান এবং পাঠের গতিশীলতা বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান এখন আছে)।

- পূর্বকথিত পরামর্শগুলি সমান্তরাল অথবা একসঙ্গে কাজ করতে পারে এমন সব ভাষাগুলির সম্বন্ধে, এগুলো দ্বিভাষী ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য অথবা মিশ্র কোডের দ্বিভাষী পাঠেও পরীক্ষামূলক কাজ দেখা যায়(দেখুন ডোয়েরা 2005, ফেলিক্স 1998)। এর শিক্ষণীয় সম্ভাবনাগুলিও খোঁজ করা যেতে পারে।

— ইংরাজি শিক্ষণ – ভিত্তিপত্র, পৃষ্ঠা 13-14

বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষ

কোনো ভাষাকে কী করে পড়ানো হয়? এর জন্য প্রথমেই আমাদের লিখনের নিয়মকানুনগুলি বুঝতে হবে। এখানে বুদ্ধি এবং হাতের সংমিশ্রণ/সমন্বয় দরকার। 5 – 6 বছর বয়স অবধি এই সংমিশ্রণ দৃঢ় হয় না। তাই লেখার সময় সমস্যা হয়। তবুও গবেষণায় জানা যায় শিশুদের মনে প্রিন্টের ধারণা অথবা জ্ঞান তৈরিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাও শুরু করা প্রয়োজন। এই লিখন রেখাঙ্কনের দ্বারাও হতে পারে। এটাও বুঝে নেওয়া প্রয়োজনীয়। শোনা এবং বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি গণিত শেখানোর কথা বলা হয়, তাহলে শিশুরা তা আগে থেকেই জানে। টফি ভাগ করা তাদের শেখাতে হয় না। ঠিক সেরকম ভাবে জলের তিনটি রূপ – কঠিন , তরল ও বাষ্পীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে অনেক ভালোভাবে তাদের বোঝানো যায় – কিন্তু সেটি শিশুর মনে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর। মাতৃভাষার মাধ্যমে পারিভাষিক শব্দাবলীরও আদানপ্রদান হয়। দ্বিতীয়-তৃতীয় ভাষা যুক্ত হলেও মাতৃভাষায় শিক্ষা থামানো উচিত নয়। তারা নিজের মাতৃভাষার

ইউনেস্কোর বিদ্যায়তনিক ভিত্তি পত্র (2003) অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষণের জন্য মাতৃভাষার ভূমিকা অত্যন্ত আবশ্যিক এবং একে যতদূর সম্ভব স্থাপন করা উচিত। কিছু অধ্যয়নের (যেমন সহগাল 1983) ফলে জানা গেছে, যে শিশুটি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে, সে ভাষিক জ্ঞানে ইংরাজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীর তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। 15-17 বছর বয়সের 78টি শিশুর উপর করা গবেষণার পর গুপ্তা(1995)-র মন্তব্য – প্রাথমিক অবস্থা থেকে দুই বছর পর্যন্ত মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার, শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষায় বেশি দক্ষতা তৈরি করতে পারে।

— ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় ফোকাস গোষ্ঠীর আধার পত্র, 1.3, পৃ 15

মাধ্যমে অন্যান্য ভাষাগুলিও বুঝতে শুরু করে। আমাদের তো শুধু শিক্ষা রূপ নদীর উপর একটি সুন্দর মজবুত সেতু বানাতে হবে।

আমদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা সেটাই শুনতে ও বুঝতে চাই যা আমাদের অজানা। বাকি সবকিছু সাধারণ মনে হয়, আমরা সেগুলিকে ছেড়ে দিই। প্রয়োজন হলে একজন শ্রমিক বিহার থেকে আসাম, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে যায় এবং সেখানকার ভাষাও শিখে নেয়।

বহুভাষিকতার চ্যালেঞ্জ

- সর্বপ্রথম কথাটি হল - ভাষার দ্বারা ভাষা পড়ানো এবং ভাষাকে মাধ্যম রূপে পড়ানো দুটি আলাদা বিষয়। ভাষা পড়ানো শুধু ভাষা শিক্ষকেরই কাজ নয়। অন্যান্য বিষয়কে পড়া ও পড়ানো ভাষার ব্যাকরণ ছাড়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানেও বিশেষ্য, ক্রিয়া, সর্বনাম হয়। হিন্দি অথবা অন্য যে কোনো ভাষিক অবয়ব এবং বিজ্ঞানের ধারণা একসঙ্গে চলা উচিত।
- বহুভাষিকতার দ্বিতীয় সমস্যা হয় লিপির ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ জেমি (আসাম ও নাগাল্যান্ডে) রোমান লিপিকে বেছে নিয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিশুকে ‘এ’ থেকে ‘জেড’ পর্যন্ত শেখানো হয় কিন্তু জেমিতে এই সমস্ত বর্ণের ব্যবহার হয় না।
- তৃতীয় সমস্যা হল বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় খুব জোর দেওয়া হয় কিন্তু বলা ও শোনার ক্ষেত্রে একেবারেই দেওয়া হয় না।
- বিদ্যাশিক্ষা উপাদানের সঠিক ব্যবহারও একটি সমস্যা। এটি যেমন সুরুচিপূর্ণ হয় না আবার সংস্কৃতির সাথে মেলে না। উড়িষ্যার জনজাতিদের মধ্যে জন্মদিনে উপহার দেওয়ার প্রচলন নেই, কিন্তু এই ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

> আজকাল শ্রেণিকক্ষে ইংরাজিতে পড়াশোনা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় পূর্বে মানুষ মনি-মুক্ত চুরি করতো। আর এখন ভাষার মাধ্যমে হৃদয় ও বুদ্ধি চুরি করে।
>
> — এক অংশগ্রহণকারী

- আরো একটি সমস্যা ভাষা শিক্ষক নিযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভাষা শিক্ষকদের নিয়োগই করা হয় না। যেকোনো ব্যক্তিকে অথবা যেকোনো বিষয়ের শিক্ষককে এই কাজ দিয়ে দেওয়া হয়। ভাষাই তো পড়াতে হবে।
- সম্প্রদায়কে কোনো স্তরে যুক্ত করার কোনো উদ্যোগই করা হয় না। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা জরুরি এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য ভাষাকেও যুক্ত করা যেতে পারে। সমস্যা থাকবেই কিন্তু তার জন্য সমাধানও খুঁজে বার করতে হবে।
- আমরা যখন শ্রেণিকক্ষে পড়াবো তখন একটি ভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষাকে যুক্ত

করে পড়াবো কারণ, একা একটি ভাষা নিয়ে চললে শ্রেণিকক্ষে কোনো কথাই হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে খামার শস্যাগার, চিঠি ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেভাবেই প্রচুর শব্দও হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন হিন্দিতে ডাল, ইণ্ডি, উরেব, ভুজব ইত্যাদি শব্দ এখন আর ব্যবহৃত হয় না। আর প্রয়োগ করা হয় না।

> বর্লিটজ ভাষা স্কুল ... নামে শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পদের একটি উন্নত উদাহরণ। এই স্কুলটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের আর একটি ভাষা শিখতে বাধ্য করে না। আর একটি ভাষা শিখলে আমরা বড় চাকরি পাবো এবং জীবনে সফল সম্পন্ন হব আর না শিখলে জীবন হবে ব্যর্থ – এরা এ কথাও বলে না। তারা এই ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি অথবা হুমকি দেয় না। ওরা শুধু বলে যদি আমরা অন্য আর একটি ভাষা শিখি তাহলে জীবনকে ঠিকভাবে উপভোগ করতে পারবো।
>
> — শিক্ষার কারণ, জন হোল্ড

সাহিত্যিকদেরও এই বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে যে, বহুভাষিকতার কারণেই আমরা অন্যান্য ভাষাকে জানতে পারি। সন্ত কবীর বহুভাষী কবি ছিলেন। তিনি মানুষকে বোঝানোর জন্য সাধুকরী ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। হাবিব তনবিরের লেখা 'আগ্রা বাজার' এবং ভিখারি ঠাকুরের বহু আলোচিত নাটক 'বিদেশীয়া' বহুভাষিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আমাদের দেশ হল বহুভাষী। ফলে অনেকগুলি ভাষা জানার অর্থ শুধু একে অপরের যুক্ত হওয়াই নয়; বরং ভাষাগুলিকেও পরস্পর যুক্ত করা। ভাষা হল বিচারশক্তির চাকা এবং দ্বিভাষী হওয়া মানবতার সারমর্ম। আমরা এমন একটা সমাজও বানাতে চাই যেখানে অনেকগুলি ভাষা বলা হবে নিজেদের মাতৃভাষায়। আর সবার মনে হয় এই বিষয়টি অন্তত তাদের ব্যাপারে ।

জর্জ স্টাইনার নিজের বইয়ে 'দ্য মর্ডান ওয়ার্স ইন ট্রান্সলেশন' নিজের মাকে সমর্পণ করে লিখেছেন – 'টু মাই মাদার হু স্পিকস্ সেভেরাল ল্যাঙ্গোজেস্ বাট ইন হার ওন টাং' (মাকে, যে নিজের মুখে অনেকগুলি ভাষা বলতে পারে।)

বো ভাষাও হারিয়ে গেল, সম্মুখে আরো বিপদ

আন্দামানে একটি 85 বছরের মহিলা বোয়া সিনিয়রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বো ভাষার যাত্রা চিরদিনের মতো থেমে গেল। একে ভাষাবিজ্ঞানে একটি অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, কারণ তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি ভাষা ব্যবহার করতেন। আন্দামানের প্রাচীন ভাষাগুলির উৎস আফ্রিকাকে মনে করা হয়। অনেক আন্দামানের ভাষাকে 70 হাজার বছরের পুরনো মনে করা হয়। বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক অন্বিতা আব্বির বক্তব্য অনুসারে – নিজের পিতামাতার মৃত্যুর পর বিগত 30-40 বছর ধরে বোয়া বো ভাষা ব্যবহারকারী একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। বোয়া প্রায় খুব একাকীত্ব অনুভব করতো। অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাকে আন্দামানের হিন্দি শিখতে হয়েছিল।

যেহেতু আন্দামানের ভাষাগুলিকে প্রস্তরযুগ থেকে চলে আসা ভাষার শেষ নিদর্শন বলে মনে করা হয়; তাই বলা যেতে পারে বোয়া সিনিয়রের মৃত্যুতে ভাষাস্তর থেকে একটি ভাষা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। আন্দামানের জনজাতিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে – বৃহৎ আন্দামানী, জারোয়া, অঙ্গি এবং সেন্টিনেলি। বোয়া সিনিয়র ছিলেন বৃহৎ আন্দামানী জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ। এখন এই জাতির 50 জনের মতো মানুষ আছে, তার মধ্যে শিশুদের সংখ্যাই অধিক।

— ভিত্তি বি. বি. সি. সমাচার

4

বিষয়সমূহের কেন্দ্রে ভাষা

- ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে
- সব বিষয়ের শিক্ষক ভাষার শিক্ষক
- ভাবনার স্বাধীনতা এবং মৌলিকতার প্রশ্ন
- ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়
- প্রযুক্তিগত শব্দভাণ্ডার এবং শিশুদের বোধ
- উচ্চ শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়

ভাষা হল একধরণের অস্ত্র। যার ব্যবহার আমরা জীবনকে বোঝার জন্য, তার সঙ্গে তাকে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং জীবন-জগতকে প্রস্তুত করার জন্য করে থাকি।

ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, বরং এটি এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা আমরা অধিকাংশ জ্ঞান লাভ করি। এটি একটি ব্যবস্থাও বটে যা অনেকাংশে আমাদের চারপাশে বাস্তবতা ও ঘটনাগুলিকে আমাদের মস্তিষ্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এটি নানা পদ্ধতিতে আমাদের পরিচয়ের একটি চিহ্ন। যা সমাজ, সত্তা এবং শক্তির সঙ্গে বেশীমাত্রায় সম্পর্কযুক্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা শুধু অন্যের সঙ্গে কথা বলার জন্য নয়, বরং নিজের সঙ্গে কথোপকথনেও ভাষা ব্যবহার করি। এটি বাস্তবিক রূপে ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমদের বিচার বুদ্ধিকে স্পষ্ট করার জন্য প্রথমেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা শিখতে হবে। আমরা কি ভাবে আমাদের বিচার – বুদ্ধিকে স্পষ্ট করব, যতক্ষণ না আমরা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে শিখব?

বিভিন্ন বিষয় যেমন – ইতিহাস, ভৌতবিজ্ঞান অথবা গণিত নিয়ে কথা বলা বা বোঝার জন্যও ভাষা আবশ্যিক। যদি আমরা প্রকৃতির দিকে তাকাই অথবা সমাজের দিকে তাহলে অনেকাংশে সেগুলিকে নিজেদের ভাষা গঠনের মাধ্যমেই দেখি।

দরিদ্র ঘরের শিশু যারা ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তাদের সবার প্রায় একই গল্প। ভাষার সাথে মেলবন্ধনের অভাবে ধীরে ধীরে তারা প্রান্তিকতার দিকে চলে যায়। ভর্তির জন্য সরকারের নানা রকম পরিকল্পনা বা স্কিম আছে। এটা অজানা যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিষয়ে কেন ভাব বিনিময় করা হয় না , ভাষার পার্থক্য ওদের কোথাও পৌঁছাতে দেবে না।

এক অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল যে তার সন্তান শিশু ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করুক। ঐ শিশুটির বাড়ির চারপাশে ইংরাজি ভাষার কোনো আবহ ছিল না। ঐ শিশুটি ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে লাগল। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছতে সে নানা বিষয়ে ফেল করতে লাগল যার ফলে তার আত্মসম্মান ও সৃষ্টিশীলতা ধীরে ধীরে শূন্যে পৌঁছে গিয়েছিল। শিশুটির এই অবস্থা দেখে তাকে হিন্দি মাধ্যমের স্কুলে দিতেই হল, কারণ ইংরাজি মাধ্যমের স্কুল তাকে নবম দশম শ্রেণিতে পড়াতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রথম তিন চার মাস শিশুটির নতুন পরিবেশকে বুঝতে সময় লেগেছিল, কিন্তু এরপর ঐ শিশুটিকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। কারণ এখন সব বিষয় সে বুঝতে পারছে 'নিজের মাতৃভাষায়'। সে নিজের জ্ঞানকে তার চারপাশের আবহের সঙ্গে যুক্ত করছিল। দেখতে দেখতে সে নবম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল।

— এক অংশগ্রহণকারী

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

দেখার বিষয়, মধ্যযুগ ও তার পরবর্তী সময়ে যেসব হস্তশিল্পের বিকাশ হয়েছিল তা নিজের নিজের ভাষার মাধ্যমেই হয়েছিল। শিল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র থাকত। সেখানে শিল্পী নিজ নিজ ভাষায় জ্ঞান ও কুশলতা প্রদান করতেন, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলত। বর্তমানে তার সমাপ্তি ঘটেছে কারণ পুঁজিবাদের বিকাশ এই সব শিল্পকে নষ্ট করেছে। একই সঙ্গে ঐ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিভাষাও নষ্ট করেছে। ঐসব ভাষাগুলি একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ঐ শিল্প যা ছিল বোধের মাধ্যম- তারও সমাপ্তি ঘটেছে। এইভাবে যেগুলিকে আদিবাসী ভাষা বলা হত, যে বৃহৎ

500 খৃস্ট পূর্বাব্দে বারাণসীতে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ভগবান বুদ্ধ প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন আঞ্চলিক ভাষায়। এই উপদেশ ভাষার বন্ধনকে অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষ ও এশিয়ায় এক জ্যোতির্ময় আলো জ্বালিয়েছিল। মধ্যযুগে বারাণসীতে কবীর যখন বলেছিলেন যে, 'সংস্কৃত হ্যায় কুপ জল, ভাষা বহতা নীর' (সংস্কৃত হল কূপের জল, ভাষা প্রবাহিত হয় জলের মতো) ঐ সময়ও প্রচুর ভাষা ছিল। কিন্তু ভারতের সব ভাষাগুলিতে এই আওয়াজ পৌঁছেছিল। ভক্তি আন্দোলন সমস্ত দেশকে একতার সূত্রে বেঁধেছিল আর সম্প্রীতির ধারা সবার মধ্যে প্রবাহিত করার কাজ করেছিল।

— এক অংশগ্রহণকারী

জ্ঞানভাণ্ডার আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে ছিল তা নষ্ট হয়েছে এবং নষ্ট করা হচ্ছে। বর্তমানে যে আদিবাসী অঞ্চলগুলি রয়েছে সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হয় ইংরাজি নয় হিন্দি। বিশেষ করে সেখানে ইংরাজিরই ঝোঁক দেখা যায় এবং মাতৃভাষায় পড়াশোনা হয় না বললেই চলে। এর ফলে দেশীয় লোকশিল্পকলার মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়েছে। হস্তবিদ্যা এবং শিল্প তথা সঙ্গীত ইত্যাদিকে বাঁচানোর আমাদের কাছে একমাত্র রাস্তা হল – মাতৃভাষায় নিজেদের মজবুত করা।

সব বিষয়ের শিক্ষক ভাষার শিক্ষক

মস্তিষ্কের মধ্যে ভাষা সমস্যা ও তার সমাধান প্রক্রিয়া কী করে চলে এবং কী করে ধারণাগুলি বিকশিত হয়,যদি এই কথাটি বোঝা যায় তাহলেই বোধের মাধ্যম ঠিক করা সহজ হবে।

ধারণার বিকাশ ধারণার দ্বারা হয় না। সাহিত্য বিমূর্ত তবুও সেখানে ধারণার বিকাশ চলতেই থাকে। সমাজবিদ্যার অনেক ধারণা নকশার সাহায্যে তৈরি করা হয় এবং খোলা হয়। নকশাকে গণিতের সাহায্যেই বোঝা সম্ভব। গণিতই নকশাকে বোঝার জন্য এক বিশেষ বোধকে বিকশিত করে। নকশা ইতিহাসের দিকে তাকাতে সাহায্য করে। গণিতের ধারণা হল স্থূল এবং স্থায়ী। তাই এর বুননটি বোঝা যায়। কিন্তু সমাজবিদ্যার বুনন পরিবর্তনশীল যা মাতৃভাষাতেই বোঝা যায়।

> প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্ণ পাঠ্যক্রমে ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অর্থপূর্ণ প্রসঙ্গের মাধ্যমেই ভাষা সবচেয়ে ভাল পদ্ধতিতে শেখা যেতে পারে, তাই প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষা এক অর্থে ভাষাশিক্ষাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মাধ্যমিক শিক্ষার বিমূর্ত বিচার প্রসঙ্গে ভাষার কেন্দ্রিকতাকে রেখাঙ্কিত করে। যেখানে প্রাথমিক স্তরে প্রাসঙ্গিক অর্থ ভাষা প্রয়োগকে উৎসাহ দেয়, সেখানে পরবর্তী স্তরে শুধু ভাষার মাধ্যমেই অর্থকে পাওয়া যেতে পারে। ভাষা শিক্ষার কেন্দ্রে অবস্থিত এবং প্রতিটি শিক্ষক প্রথমে ভাষার তারপর বিষয়ের।
>
> — এক অংশগ্রহণকারী

ভাবনার স্বাধীনতা এবং মৌলিকতার প্রশ্ন

গান্ধিজী নতুন প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে তাঁর এক বন্ধুর পাঠশালায় গিয়ে শিশুদের প্রশ্ন করেন- “এক ব্যক্তি একটি আপেল চার আনায় কিনেছে এবং এক টাকায় বিক্রি করেছে। এখন তার প্রাপ্তি কি?” গান্ধিজী মনে করতেন শিশুরা যদি উত্তরে এটা না বলে যে, ‘ব্যক্তিটি জেলে যাবে’; তাহলে শিশুরা নিশ্চয় ভাষাকে

গণিতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া স্বাধীন ভারতের শিশু বলার যোগ্য নয়। আমাদের শিশুদের এমন স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে সে নিজের ভাষায় নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারে। এটা নিজের ভাষায় শিক্ষায় দ্বারাই সম্ভব।

বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের উপর দুটো দায়িত্ব রয়েছে। ওদের একসঙ্গে দুটো ভাষায় জ্ঞান থাকা জরুরি। একটি বোধের ভাষা আর দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের ভাষা। বিজ্ঞান ছবির মাধ্যমে কথা বলে না। যে সরাসরি বিবৃতি চায়। সে স্পষ্টবাদী মন্তব্য করে। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অপ্রথানুসারী হতে হবে। বুদ্ধ বলেছিলেন – 'বড়রা বলেছে বলেই কোনো কথা মানতে হবে এমন নয়; সেই কথাকে আগে যাচাই ও পরীক্ষা কর তারপর মানো।' এইসব কিছু শিক্ষায় মাতৃভাষার স্বাধীনতা ছাড়া সম্ভব নয়। এই স্বাধীনতা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিতে হবে। প্রতিটি শিক্ষক তিনি গণিতের হন বা বিজ্ঞানের- তিনি ভাষারই শিক্ষক। ভাষা পড়ানো সবার দায়িত্ব, শুধুই ভাষা শিক্ষকের কাজ নয়। গণিত, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের মতো বিষয়ে মৌলিক চিন্তাও নিজের ভাষায় শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব হয়।

ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়

ভাষা আমাদের মনের মধ্যে আছে। ধারণার গঠন এই ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠা ছবিকে আকার দিয়ে জ্ঞানকে বিকশিত করি। গণিত, বিজ্ঞানে এমন ধারণা আছে, যা ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের আকারকে আমাদের সামনে ঐ রূপেই হাজির করে। যেমন পৃথিবী গোল; এখানে গোল আকারের ধারণা আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তৈরি হয়ে যায়। দুটো রুটি, তিন ভাই। আমরা রুটিকে 'দুই' দিয়ে, ভাইকে 'তিন' দিয়ে যোগ করতে পারি। চার বছরের শিশুও এইসব করতে পারে। চেয়ারের পরিভাষা প্রত্যেকের নিজের নিজের ও আলাদা আলাদা হবে। কীভাবে একটি ধারণার সঙ্গে অন্য আরও ধারণার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, এটা শিশুরা জানে। আর স্কুলে তাদের যে পরিভাষা শেখানো হয়, যেভাবে শেখানো হয় তাতে তাদের সন্দেহ জাগে। শিশুদের একটি নিজের ভাষা থাকে যার মাধ্যমে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে, একটি সমাজের ভাষা আছে, তারপর বিষয়ের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, যার দ্বারা তাকে জ্ঞান লাভ করতে হয়। যে ভাষা শিশুরা জানে, তাতে তাদের লেখাপড়া করা, বক্তব্যকে বোঝা অনেক সহজ হয়। এর বাস্তবায়ন কি করে হবে - তা আমাদের ঠিক করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর দিকে নিজের বোধশক্তিকে সৃষ্টি করা বা বিকশিত করার জন্য যদি শিশুরা নিজস্ব শব্দ পায়; তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়, ছবি তৈরি করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

স্কুলে গণিতে 'সিলিন্ড্রাকল' শব্দের স্থানে 'বেনলাকার' শব্দ শেখানো হয়। এই শব্দটি শিশুদের মস্তিষ্কে কোন ছবিকে প্রতিফলিত করে – বল, সার্কেল, গোল, বৃত্তাকার, গোলাকার ইত্যাদি।

প্রযুক্তিগত শব্দভাণ্ডার এবং শিশুদের বোধ

এখানে আমরা শিশুদের পূর্বলব্ধজ্ঞান থেকে নতুন জ্ঞান ও নতুন শব্দাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাই। বেলনা আকারের স্থানে ‘চুড়ি আকার’, ‘বলের আকার’-এর মতো শব্দ আমরা কেন ব্যবহার করতে পারি না? চুম্বকের জন্য আকর্ষণ বিকর্ষণ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি। যদি সাধারণভাবে এই শব্দগুলি ব্যবহার না করি, তাহলে অজানা শব্দের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? তাই শিশুদের অবস্থান এরকম যে, যেমন – শক্তি, ক্ষমতা, বল, তেজ ইত্যাদি শব্দকে তারা একই ভাবে ব্যবহার করে থাকে, অপরপক্ষে প্রযুক্তিগত ব্যবহারে তাদের অর্থ বদলে যায়। আমরা শিশুদের মনকে কি এই ব্যবহারিকতায় নিয়ে আসতে পারি ? কিছু উদাহরণ এন. সি. ই. আর. টি.- বই থেকে –

সীমার একশো

সীমা আলাদা আলাদা টিপগুলি দিয়ে একটি ডিজাইন বানিয়েছে।

- আলাদা আলাদা টিপগুচ্ছগুলি ভালোকরে দেখো এবং মোট টিপ সংখ্যা কত বল।
- কিছু আরো টিপগুচ্ছ তৈরি কর যাতে টিপ সংখ্যা 100 হয়। তোমাকে আর কতগুলি টিপ যোগ করতে হল? ...

উৎস : গণিত কা জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণি 2, এন. সি. ই. আর. টি.-

কত সহজে শিশুরা গণিত শিখছে আর তাদের চারপাশের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

পাতা

প্রতিটি পাতার রঙ, আকৃতি ও আয়তন কী এক হয়?

দয়ারাম বলে – আমি জানতামই না যে এত রকমের পাতা হয়। দেখো কোনোটা গোল, কোনোটা লম্বা, কোনোটা তিনকোনা।

অম্মু বলে – এইগুলির রঙও কত আলাদা – কোনোটা হালকা সবুজ, কোনোটা গাঢ় সবুজ। কোনো কোনোটা তো হলুদ, লাল, বেগুলি রঙের। একটা পাতা তো সবুজ কিন্তু তার উপর আবার সাদা সাদা দাগ।

শবনমের বলল – দেখো, পাতাগুলির আয়তনও কত আলাদা আলাদা হয়। কোনো পাতার আয়তন সোজা তো কোনোটা কাটাছেঁড়া। কিছু পাতার আয়তন অনুভূমিক। এখন আমি হব 'গাছপরী' - অম্মু ও শবনম একসঙ্গে বলল।

কিছু পাতা একসঙ্গে কর যেমন – লেবু, আম, নিম, তুলসী, পুদিনা, সবুজ ধনে পাতা। এই পাতাগুলো পেষণ করে তার সুগন্ধ নাও। সব পাতার গন্ধ কি এক? শুধু গন্ধ বিচার করে তুমি এই পাতাগুলি কি চিনতে পারবে?

দেখো কি সুন্দর ছবি তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, এটি শুখনো পাতার দ্বারাই বানানো হয়েছে। তুমিও শুকনো পাতা দিয়ে আলাদা আলাদা জন্তুর ছবি নিজের খাতায় বানাও।

উৎস : আশপাশ, পরিবেশ অধ্যয়ন, শ্রেণি 3

মরুভূমির লোকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার একটি শাস্ত্র বিকাশিত করেছে। এই শাস্ত্র সমাজের জন্য লভ্য জলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। প্রথম ভাগে – 'পালরপানি' অর্থাৎ বৃষ্টি থেকে পাওয়া জল। এটি ভূতলের উপর দিয়ে বয়ে যায় এবং নদী, পুকুর ইত্যাদিতে জমা হয়। জলের দ্বিতীয় ভাগ হল 'পাতাল পানি'। এটি মাটির নীচের জল যা কুয়ো থেকে বার করা হয়। 'পালরপ্‌নি' ও 'পাতালপানি' মধ্যবর্তী জলের তৃতীয় ভাগ হল – 'রেজানিপানি'। এই জল ভূতলের নীচে থাকে কিন্তু আবার পাতালে পাওয়া যায় না।

— উৎস : বিতান ভাগ, শ্রেণি 11, হিন্দি, এন. সি. ই. আর. টি.

উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ পরিবেশকে সহজ শব্দাবলীতে উপস্থাপিত করে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'পালরপানি', 'পাতালপানি', 'রেজানিপানি'-র মতো আঞ্চলিক শব্দগুলিকে সহজ ভাবে বলা হয়েছে কোনোরকম প্রযুক্তিগত শব্দ ব্যবহার না করে। শিশুরা এই পদ্ধতিতে খুব সহজে বুঝতে পারবে, তাদের মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না।

কিছু অন্যান্য উদাহরণ –

আজ সুগন্ধা খুব খুশি। ওর স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ভোপাল বেড়াতে যাচ্ছে। মীনাক্ষী ম্যাডাম ও রাকেশ স্যার আলোচনা করছে মোট কতগুলি বাসের প্রয়োজন।

মীনাক্ষী ম্যাডাম – আমাদের চারটি বাস চাই।

রাকেশ স্যার – আমার মনে হয় পাঁচটা লাগবে।

মীনাক্ষী ম্যাডাম – প্রতিটি বাসে 50 টি করে সিট আছে।

রাকেশ স্যার – প্রথমে জেনে নি কতজন ছাত্রছাত্রী যাবে।

শ্রেণি	ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা
I	33
II	32
III	42
IV	50
V	53
মোট	210

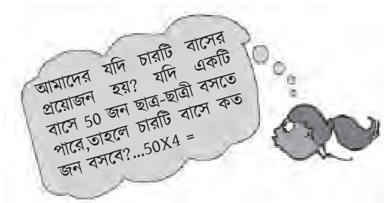

- তাহলে সবমিলিয়ে .... ছাত্রছাত্রী যাচ্ছে।
- যদি চারটে বাস পাওয়া যায় তাহলে কতগুলো ছাত্রছাত্রী বসতে পারবে? ..
- কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে কি দাঁড়িয়ে যেতে হবে?

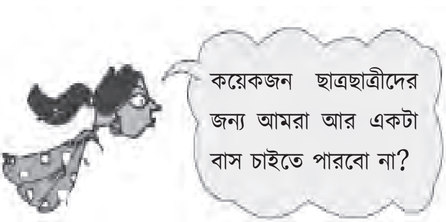

উৎস - গণিতের জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণী 2, এন. সি. ই. আর. টি.

তাড়াতাড়ি ও চটজলদি

ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে গোল করে আছে।
তারা গাইছে আর এই খেলাটা খেলছে।

কোনটা লম্বা, কোনটা গোল।
জলদি বল, জলদি বল।

রিনা বলে -

সবাই গাইছে –
কোনটা লম্বা, কোনটা গোল।
জলদি বল, জলদি বল।

মনু বলে -

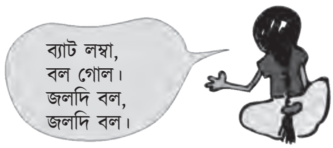

আর এরকম ভাবেই খেলা চলতে থাকে।

- তুমিও এই খেলাটি নিজের শ্রেণিকক্ষে খেল। বার বার একটা লম্বা আর একটা গোল জিনিসের নাম বল। এই খেলায় একবার যে জিনিসের নাম বলবে, দ্বিতীয়বার আর সেটি বলা যাবে না।

উৎস : গণিত কা জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণি 2, এন. সি. ই. আর. টি.

ভীমবেটকার দিকে

বাসে ডিজেল ভরার পর, পুনরায় যাত্রা শুরু হল। এখন ছাত্রছাত্রীদের বলা হল তারা প্রথম ভীমবেটকায় থামবে।

অঞ্জন – ভীমবেটকা কী?

রেনা ম্যাডাম – এটা একটা জায়গা। যেখানে অনেক গুহা আছে আর ঐ সব গুহায় দশ হাজার বছর আগের আঁকা দেয়ালচিত্র আছে।

সুমন্ত – দশ হা...জা... র বছর! আমি তো এক হাজার বছর আগের কথাই ভাবতে পারি না।

গোপী – ওঃ এক হাজার বছর তো অনেক। আমি তো একশো বছর আগের কথাও ভাবতে পারি না।

গৌরী – আমি 100 বছর কথা ভাবতে পারি কারণ আমার বাবার ঠাকুমার বয়স 100 বছর।

মঞ্জিত – তার মানে গুহাগুলি মোটামুটি একশো প্রপিতামহীদের মতো পুরনো।

সবাই জোরে হাসে ওঠে – হা! হা! হা!

ছাত্রছাত্রীরা গুহার মধ্যে অঙ্কিত দেয়ালচিত্রগুলি দেখতে চাইছিল। মোটামুটি 11টা নাগাদ ওরা ভীমবেটকা পৌঁছেছিল।

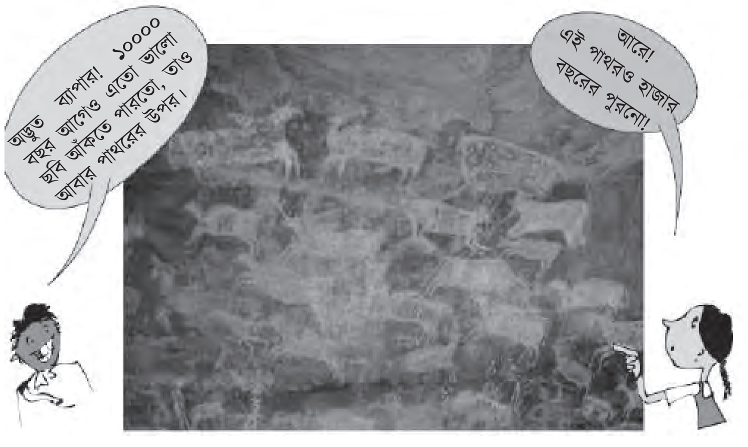

উৎস - গণিতের জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণী 2, এন. সি. ই. আর. টি.

শঙ্কর – এই দেয়ালচিত্রে বড় বড় ষাঁড় আঁকা। আরে! আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। এই চিত্রগুলিতে কতগুলো ষাঁড় আছে আমি গুনছি আর কতগুলো হরিণ আছে তুমি গোনো।

বনমালা – আমি মানুষগুলো গুনছি। দেখা যাক কাদের সংখ্যা বেশি – ষাঁড়, হরিণ না মানুষদের।

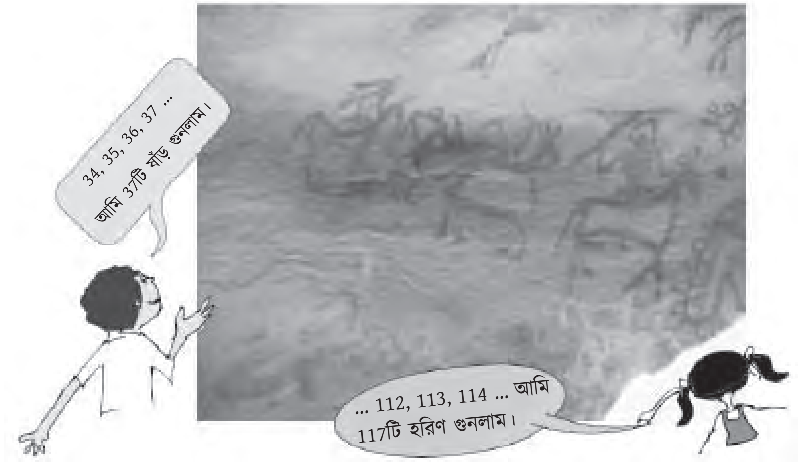

- এখানে ষাঁড়ের থেকে হরিণের সংখ্যা কত বেশি? ....
  কিন্তু বনমালা খুব খুশি হয়েছিল কারণ মানুষের সংখ্যা ষাঁড় ও হরিণের মোট সংখ্যার থেকে বেশি হয়েছিল। অথচ ওর গোনা সংখ্যা ২০০-র কম হয়েছিল।
- সে কতগুলি মানুষ গুনেছিল?

214, 154, 134, 177

গাইড বলেছিল এখানে সবমিলিয়ে 600টি গুহাচিত্র আছে।

এখন ভীমবেটকা থেকে ফেরার সময় হয়েছে।

উৎস : গণিত কা জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণি 2, এন. সি. ই. আর. টি.

(উপরিউক্ত উদাহরণগুলি বিষয়কে ভাষার সহজতার সঙ্গে প্রস্তুত করার সুন্দর প্রচেষ্টা।)

উচ্চ শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় যে, যদি সূচনা স্তরে এই ভাষাগুলির ব্যবহার হয় এবং এই ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে? ধরা যাক দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা ছাত্রী এইভাবে পড়াশোনা করল, তারপরের পড়াশোনা সে কোন ভাষায় করবে? যদি সে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সাঁওতালী ভাষায় পড়াশোনা করে; তারপর একাদশ শ্রেণিতে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল পড়তে চাইলে সে কোন ভাষায় পড়বে? যদি সে বি. এ. বা এম. এ. করে তাহলে কোন ভাষায় পড়বে? যদি সে সাঁওতালীর মতো আদিবাসী ভাষায় পড়াশোনা করতে চায়; তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি ঐ ভাষায় শিক্ষাদানে সক্ষম? যদি সাঁওতালী ভাষায় পড়াশোনা করেও ফেলে; তাহলে এখানে তৃতীয় প্রশ্ন দানা বাঁধে - সে কী কখনো চাকরি পাবে? চাকরি যদি না পায়, তার কারণ কী? এ কী রকম ব্যবস্থা যেখানে নিজের ভাষায় শিক্ষিত নাগরিকদের চাকরি দিতে পারে না? এই ব্যবস্থায় চাকরির জন্য ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান অনিবার্য হয়ে গেছে। যদিও বর্তমানে সারা বিশ্বে ক্রমাগত আর্থিক মন্দা ও পতনের ঢেউ দেখে আর একবার সারা বিশ্বের মনে হয়েছে যে, শুধু ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়। শিশু ও সমাজের মনে আমাদের এই বিশ্বাস জাগাতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দেশের অর্থব্যবস্থা পর্যন্ত এই জাল ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু বোধের মাধ্যমের কথাই নয়, এই প্রশ্নও জরুরি যে বোধের মাধ্যম হয়ে যাওয়ার পর বেঁচে থাকার মাধ্যম কী হবে? অর্থাৎ বোধশক্তি নাহয় অর্জিত হল কিন্তু কিভাবে আমরা বেঁচে থাকব? যতদিন এরকম অর্থব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা তৈরি না হবে; ততদিন বোধের মাধ্যম হিসাবে আমাদের মাতৃভাষা অথবা দেশের হাজার হাজার ভাষার কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া যাবে না। এই অসহায়তার কারণে আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যতই হিন্দি নিয়ে মজা করা হোক বা আমরা ইংরাজি নিয়ে যতই মজা করি; কিন্তু শেষত প্রতিটি মা বাবাই অসহায় হয়ে নিজেদের শিশুদের হিন্দি অথবা ইংরাজি মাধ্যমেই পড়ান। সবথেকে ভালোতো ইংরাজিতেই পড়ানো। তারা নিশ্চিন্ত থাকে যে, যাই হোক না কেন ইংরাজিতে পড়লে অন্তত খাওয়া পরা জুটে যাবে। যে সমাজ আমরা গড়েছি, এখন প্রশ্ন এই সমাজবদলেরও; আর তখনই আমরা বোধের মাধ্যম হিসাবে নিজেদের ভাষাকে ব্যবহার করতে পারবো।

> উচ্চশিক্ষাতেও এই বোধকে নিয়ে আগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কিছু জিনিসের ব্যাপারে আমাদের বিচার করতে হবে। প্রতিটি ভাষায় কি যথেষ্ট উপাদান বর্তমান? বিশ্বে শিক্ষার উপর যে এত ভাবনাচিন্তা হয়েছে, তা কী সব ভাষায় সহজলভ্য?
>
> — একজন অংশগ্রহণকারী

রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন – জাপান, চীন ইত্যাদি দেশ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে। জার্মানিও তাই করেছে। চীনও করছে। এখানে ইংরাজির প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও চীনা ভাষা জ্ঞানের ভাষা রূপে বজায় আছে, প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত। অথচ আমাদের এখানে এরকম নয়। এর একটি বড় পরিণাম হল আমাদের ভাষা কখনোই জ্ঞানের ভাষা হতে পারে নি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব বিদ্বানরা ছিলেন বা মৌলিক চিন্তাবিদরা ছিলেন পরবর্তীকালে তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর প্রচুর বই বাংলায় লিখেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরই অনুপ্রেরণায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জয়ন্ত নার্লিকরও মারাঠি ও হিন্দি ভাষায় লেখেন। মেঘনাদ সাহা তাঁর বই বাংলায় লিখেছেন। এইভাবে জ্ঞানশাখার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ এসে নিজেদের ভাষায় – মারাঠি, বাংলা, তেলেগু, তামিল, মালায়ালম- জ্ঞানকে অগ্রসর করেছিলেন। পরবর্তীকালে এইধরণের উদাহরণ আর দেখা যায় না। যার বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল তা এখন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে কারণ আমাদের লক্ষ্য এখন শুধুই উপযোগমূলক হয়ে গেছে। এরকম উপযোগী মানুষদের তৈরি করা যারা শুধু খেতে পড়তে পারে। আমাদের দেশ এই ধরণের মানুষদের জন্ম দিচ্ছে যারা জিনিস বিক্রি করতে পারে, জিনিস বিক্রেতাদের সেবা করতে পারে, আর এই বিক্রির জন্য যারা বাইরে থেকে জিনিস নিয়ে আসতে পারে। এই পরিস্থিতির বিরোধিতা করতে হলে আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। মাতৃভাষাকে জ্ঞানের ভাষা বানাতে হবে এবং তার জন্য বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করতে হবে। বর্তমানে জ্ঞানের ভাষা ইংরাজির সঙ্গে অনেক স্তরে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

মনে রাখতে হবে 1917 পরবর্তী রুশ দেশ যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেখানে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ভাষাগুলির জন্যও আলাদা জায়গা ছিল। মহম্মদ রসুল হমজাতোব-এর মতো লেখক, যিনি দাগিস্তানের অধিবাসী ছিলেন এবং নিজের পরিবারে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পড়াশোনা করেছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল অবার। সেখানে মাত্র 2-4 লাখ অবার ভাষী মানুষ ছিলেন। এখন হয়তো এই সংখ্যা আরো কমে গেছে। কিন্তু 2-4 লক্ষ মানুষের জন্য নিজেদের ভাষায় লেখাপড়ার যে ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, তারই নির্যাস ছিল বিশ্ববিখ্যাত লেখক রসুল হমজাতো। আর তাঁর ‘মেরা দাগিস্তান’ একটি অনন্য গ্রন্থ। হয়তো পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এরকম দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ লেখা হয় নি। এই বইটি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শুধু 2 লক্ষ মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় লেখা এই বই

পৃথিবীর মহান গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি। অন্যদিকে আফ্রিকায় আবার এরকম হচ্ছে না। ওখানকার ভাষায় জ্ঞান রচিত হচ্ছে না। কেনিয়ার লেখক ওঙ্গুগি ইংরাজিতে লিখেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, কিন্তু যখন উনি ওনার নিজের ভাষা কিকিয়ুতে লিখতে চেয়েছিলেন তখন তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং আজও তিনি নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। আমাদের দেশও এই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের দেশের আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ লেখকরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের রুশ, জার্মানি, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশ থেকে শিখতে হবে এবং আমাদের নিজের ভাষাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

— একজন অংশগ্রহণকারী

আমার অভিজ্ঞতা

মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত জ্যামিতি, বীজগণিত ইত্যাদির গুজরাটি পরিভাষা জেনে উঠতে পারি নি। এখন আমি বুঝেছি যে, ইংরাজির বদলে যদি গুজরাটি ভাষায় শিখতাম, তাহলে পাটিগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা – ইত্যাদি শিখতে চার বছরের জায়গায় এক বছর লাগত। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার জ্ঞানলাভ বেশি সহজ ও স্পষ্ট হত। আমার গুজরাটি শব্দভাণ্ডার আরো সম্পন্ন হত। এই জ্ঞানকে আমি নিজের ঘরে ব্যবহার করতাম।

× × ×

আমি চাই যে, এই ভাষা(ইংরাজি)-র ধনরত্নকে এবং শুধু ওটাই কেন, বিশ্বের অন্যান্য ভাষার ধনরত্নকেও আমাদের দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সংগ্রহ করি। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রচনার অসাধারণত্বকে বোঝার জন্য আমায় বাংলা শেখার প্রয়োজন নেই। আমার কাছে ভালো আনুবাদের মাধ্যমে এইসব রচনা সহজলভ্য। গুজরাটি ছেলেমেয়েকে তলস্তয়ের কাহিনিগুলির রসাস্বাদন করার জন্য রুশ ভাষা জানার প্রয়োজন পড়ে না। তারা তা অনুবাদের দ্বারা পড়ে নেয়।

× × ×

শিক্ষার মাধ্যম খুব দ্রুত ও যেকোনো উপায়ে পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রান্তীয় ভাষাগুলিকে তার যোগ্য স্থান দিতে হবে।

— হরিজন 9-738, পৃষ্ঠা 177, মহাত্মা গান্ধির নির্বাচিত রচনা (খন্ড V)

5

ভাষার মাধ্যমে বার্তা

(প্রসঙ্গ : ইংরাজি ও হিন্দি)

- ইংরাজি ও হিন্দির পারস্পরিক সম্পর্ক
- 1967 সাল পরবর্তী
- 1987 সময়কাল
- পরিবর্তনের নতুন বাঁক
- ইংরাজি ভাষার বিকাশের ইতিহাস
- নতুন শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা

ইংরাজি ও হিন্দির পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনের যেসব কাজকর্ম হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে ইংরাজির সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সম্পর্ক কখনো ভালো কখনো সমস্যাসঙ্কুল ছিল। 1947 পর্যন্ত ঐ ভাষা গুলির ভিতরের সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অনেক কিছু যেমন হিন্দি ভাষার জন্য সমর্পিত ছিল ; তেমনই ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যও। ওই সময় মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ছিল এবং ভাষার জন্য কাজও হয়েছিল কিন্তু তাই বলে ইংরাজি ভাষার প্রতি ঘৃণা ছিল না। স্বাধীনতা কালে আরো একটি বিষয় সামনে এসেছিল। মহান বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুও তাঁর প্রচুর রচনা বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী নিজের মাতৃভাষা ও ইংরাজি ভাষায় লিখেছিলেন। কিন্তু 1947 পরবর্তীতে পরিস্থিতির বদল ঘটছে। এরপর থেকেই ইংরাজির চলন শুরু হয়েছে। বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক হিন্দি ভাষার বিকাশের ইতিহাসও হিন্দিতে না লিখে ইংরাজিতে লিখেছেন। বর্তমান সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে পুরনচন্দ জোশী ছাড়া প্রায় সবার রচনা মূলত ইংরাজি ভাষায়।

1967 সাল পরবর্তী

1967 সাল থেকে একটা পরিবর্তন এসেছে। যদি গভীর ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে 20 বছরের ব্যবধানে এই ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। 1967 র সময়কালকে ইংরাজি বিরোধী বা

ঘৃণার সময়কাল বলা যেতে পারে। গাড়ির নম্বর প্লেট ও বিভিন্ন জায়গার নামের বোর্ড বদলে যায়। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে এই বিরোধ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। যারা ইংরাজি বিরোধী ছিল তারা ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের সন্তানরা কোথায় কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাই আমাদের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন যে, ঐসময় ইংরাজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীদের উপর কি প্রভাব পড়েছিল? অন্যদিকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এরকম লোকও ছিল যারা ইংরাজি না পড়েও বড় হয়েছে। তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়েছে না মন্দ তাই নিয়ে গবেষণা হতে পারে। এই সময়ের সূত্রপাত বহুপূর্বেই শুরু হয়েছিল, যাকে নেহেরুজি 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'-য় আলোচনা করেছিলেন – প্রশ্ন উত্থিত হয় – "ইংলিশস্থানের দুটি রূপের মধ্যে কোনটি ভারতবর্ষে এসেছে? শেক্সপীয়ের না মিল্টনের; উদারবাদী লেখা না শৌর্যবীর্যের কাহিনি; রাজনৈতিক যুদ্ধ না স্বাধীনতার অধিকারের জন্য লড়াই; বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে প্রয়াসী ইংলিশস্তান এখানে এসেছিল না অসভ্য ফৌজদারিরা, বর্বর ব্যবহারকারী সামন্তপ্রভুরা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল ইংলিশস্তান এসেছিল ?"(ভারতবর্ষের কাহিনি পৃ . 333) – এই ব্যাপারীরা স্পেনের হোক বা পর্তুগালের, একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে আসেই। এইভাবে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, কম লোক নিয়েই একটা পৃথক বর্গ তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল। তারা নিজেদের কাজ ইংরাজিতেই করতো। এরা সমস্ত সুযোগসুবিধা পেতে থাকে এবং জীবনে এগিয়ে চলে। ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছিল না। প্রচুর সংখ্যক মানুষ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় হিন্দি ও ইংরাজি ভাষার অন্তর্দৃশ্য ভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। যেখানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরাজি ভাষা ছিল না। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরাজি শিক্ষা শুরু হত। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরাজি ব্যাকরণ ও অন্যান্য জ্ঞান ভালোই ছিল কিন্তু তারা ইংরাজি বলতে পারতেন না। যদিও তারা খুব ভালো ইংরাজি লিখতে পারতেন; তবুও বলার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। এই সময় মানুষ দুটি বর্গে বিভাজিত হয়েছিল – একটি বর্গ ইংরাজিতে কাজকর্ম করতে পারে আর দ্বিতীয় বর্গ এদের বিরোধী।

1987 র সময়কাল

1987 সালের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, এই সময় ইলেক্ট্রিক ও নতুন মিডিয়ার বিশাল পৃথিবী আমাদের সামনে এসেছিল। এটি ছিল প্রসার বিপ্লবের যুগ। একটা অন্য পৃথিবীর বোধ অনুভূত হচ্ছিল এবং এমনটা মনে হচ্ছিল যে ইংরাজি না জানলে শিশুরা পিছিয়ে পড়বে। গ্রামেও ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় শুরু হচ্ছিল, সবাই এটা ভাবতে থাকে যে ইংরেজি ছাড়া তারা পিছিয়ে পড়বে। এখনো এই ধারাই চলছে। ভুল হলেও সত্য, স্বতঃস্ফূর্ত ইংরাজি বলিয়েরা

সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে এবং চাকরিও পায়। আজ যে সমাজ আমাদের সামনে রয়েছে, যে সামাজিক ও আর্থিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে তা ইংরাজি ভাষার জন্যই সম্ভব হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এর পর কী হবে? এই বিষয়ে আমরা কী কিছু ভাবছি; না শুধুই ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছি? এই ভাবনা বা এই বিষয়টি অনুসন্ধান করার অবসর কারো কাছে নেই যে, শিশুদের বোধ কোন ভাষায় গড়ে উঠবে? কারণ রুজি – রুটিতো অন্য ভাষার সাহায্যে জোগাড় হয়ে যেতে পারে কিন্তু বোধ নিজের ভাষাতেই তৈরি হয়। আমাদের এটাও দেখতে হবে যে, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ কতগুলি বৈজ্ঞানিক, অর্থশাস্ত্রী অথবা সমাজতাত্ত্বিকের জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয় এর কারণ প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় না হওয়ার ফল।

পরিবর্তনের নতুন বাঁক

এদিকে ভাষা বিষয়ে নতুন করে বদলের ঢেউ আসছে। ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া, জাপান ভাষা বিষয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। এখন ওরা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলতে পছন্দ করে। কিন্তু ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখনো হীনমন্যতার শিকার। মাতৃভাষার প্রতি সমাজের ভাবনা ইতিবাচক নয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল আত্মসম্মান হারিয়েও আমরা আমাদের সন্তানদের ইংরাজি মাধ্যমে পড়াতে চাই।

ইংরাজি ও হিন্দির সম্পর্ককে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবতে হবে যে, পৃথিবীর বড় বড় দেশ নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখে এবং তার প্রতি সম্মান বজাই রেখেও শক্তিশালী দেশগুলির সমকক্ষ হয়েছে এবং উন্নতির তালিকায় এগিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের মানুষদের বোঝাতে হবে যে, নিজেদের ভাষার সম্মান রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের ভাষাকেও সম্মান করা যায়।

নিজের ভাষার সম্মানার্থে কেনিয়ার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি লেখক অঙ্গুগি ইংরাজিতে লেখা ছেড়ে তার জায়গায় নিজের মাতৃভাষা কিকিয়ু কে গ্রহণ করেছেন। পাবলো নেরুদার ইচ্ছা ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এবং সেখানে অন্যান্য ভাষাও একই পংক্তিতে পড়ানোর।

ইংরাজি ভাষার বিকাশের ইতিহাস

আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরাজি ভাষাও দীর্ঘ সংঘর্ষের পর আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। প্রথমে ইংরাজি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় কুলিমজুর ও কৃষকদের ভাষা ছিল এবং শেক্সপীয়রও এই ভাষারই মানুষ ছিলেন। সুতরাং ইংরাজি শুধু প্রভুদেরই ভাষা নয়।

এই ভাষা বিকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যে লড়াই এখন আমাদের ভাষাগুলি করছে; তা ইংরাজি ভাষাও একদিন করেছিল। 16 – 17 শতাব্দী পর্যন্ত

ইংরাজি কোনো জ্ঞানের ভাষা ছিল না। নিজের উপযুক্ত স্থান অর্জনের জন্য সেও লড়াই করেছিল। পরিস্থিতি এরকম ছিল যে, কিছু কুলীন বা উচ্চবর্গীয়দের বিদ্যালয়ের মধ্যেও কেউ ইংরাজিতে কথা বলতে পারতো না। ফ্রান্সিস বেকন বন্ধুত্ব ও প্রেম জাতীয় বিষয় ইংরাজিতে লিখেছিলেন কিন্তু ন্যায়, গণিত, দর্শনের মতো জ্ঞানগ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় লিখেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা ল্যাটিন ভাষাতেই লিখতেন। নিউটনের মাতৃভাষা ইংরাজি ছিল অথচ তাঁর মূল বইগুলি সবই ল্যাটিনে লেখা। উনিও ঐসময় ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার করেছিলেন। যখন থেকে বিজ্ঞানীরা অনগ্রসর শ্রেণি থেকে আসতে শুরু করলেন তখন থেকেই সে সম্পর্কিত গ্রন্থ ইংরাজিতে লেখা শুরু হল এবং শিক্ষায় ইংরেজির জোর বাড়তে থাকল। উনিশ শতকে পৌঁছে ইংরাজি বিশ্বজয় করে ফেলল। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় জ্ঞানের ভাষা হল ইংরাজি।

নতুন শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা

একদিকে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা এক হতে চাইছে অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে এদের মধ্যে চিন্তা সীমারেখা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাজার রাশিয়ান, ইংরাজি, জার্মান ইত্যাদি সব ভাষাকেই এক করে দিয়েছে। আসলে ভাষা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে গড়ে ওঠে। হিন্দিও প্রচুর শব্দ ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে হুবহু গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রতিটি ভাষার কিছু নিজস্ব চরিত্র থাকে, কিছু স্বভাব ও মেজাজ থাকে। সেই ভাষা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে মিশ্রণে নিজস্ব ঢঙে নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন হিন্দি ভাষা 'অফিসার' থেকে 'অফসর', 'রিপোর্ট' থেকে 'রপট', 'সিমেন্ট' থেকে 'সিলমিট' তৈরি করেছে কিন্তু আজ হিন্দিতে ইংরাজির সঙ্গে মিশ্রণে নতুন শব্দ তৈরি করার আত্মবিশ্বাস ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ ইংরাজি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে হুবহু গ্রহণ করার চাপ বেড়েই চলেছে। যেমন হিন্দিতে 'কেনেডা' কে 'কনাডা' বলা, 'অলিম্পিক্স' কে 'অলম্পিক' বলা অথবা 'চাইনা' কে 'চীন', 'রাশিয়া'কে 'রুশ' লেখার চল কমে যাচ্ছে। আমরা ঐসব শব্দগুলি যথাযথ উচ্চারণ করার

> ভাষা শুধুমাত্র শব্দ ও তার অর্থের দ্বারা তৈরি হয় না বরং শব্দচিত্রের দ্বারা হয়। যেমন আমরা যদি পদ্ম শব্দকে ধরি, তাহলে দেখবো এই শব্দ আমাদের মনে এক প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ছবি তৈরি করে। যা পদ্ম শব্দ থেকে পৃথক। অর্থাৎ আমরা সবাই পদ্মকে যেরূপে দেখেছি, আমাদের কাছে তাই পদ্ম। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় – 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি উদাসী' তাহলে আমাদের সবার মনের মধ্যে একধরণের বারান্দা তৈরি হয়। আজকের এই ইঁদুর দৌড়ে এই শব্দচিত্রের জন্য সময় নেই।
>
> — এক অংশগ্রহণকারী

প্রতিই ঝোঁক দেখাই। এই প্রবৃত্তি একথাই প্রমাণ করে যে, বর্তমানে হিন্দি এক হীনমন্যতার শিকার হয়েছে। এর সম্বন্ধ সমাজের শক্তি থেকে বেশি, ভাষার শক্তি থেকে কম। ড: রামমনোহর লহিয়া ভাষা বিষয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। তিনি বলতেন শব্দ ঘষামাজার মধ্যে দিয়ে আসে। তাই শব্দকে ঘষামাজা করা উচিত। শব্দকে ঘষামাজা করে নতুন শব্দ তৈরি করার যে দক্ষতা হিন্দি অথবা অন্যান্য ভাষার ছিল, তা বর্তমানে ধীরে ধীরে ইংরাজির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এটা একটা বড় সংকট। ইংরাজিও হিন্দি থেকে প্রচুর শব্দ নিয়ে নিজস্ব রীতিতে তা গড়ার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ হিন্দি এবং ইংরাজি ভাষার মধ্যে যাতায়াত বেড়েছে। হিন্দি বা যেকোনো ভাষায় পারস্পরিক শব্দকে শুদ্ধ বাতাসের মতো অবাধে আসতে দিতে হবে। কিন্তু এই বিষয়টির দিকেও আমাদের মনযোগ দিতে হবে যে, হিন্দি সর্বদাই নিজের দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। এর সাংস্কৃতিক অথবা ঐতিহাসিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেসব ভাষা নিজেদের সিংহদরজা খুলে রেখেছে, তারা ফুলে ফলে ভরে উঠছে। ধ্বনি, চিন্তা, শব্দ এবং বাক্য গঠনের স্তরে ভাষাগুলির মধ্যে সর্বদা এক ধরণের মিলন ঘটতে পারে।

ভাষা আমাদের চিন্তা থেকে তৈরি হয়। দেশে বিদেশে যেখানেই মানুষকে হত্যা করা, যদি তাদের প্রতি আমরা চিন্তিত না হই তাহলে আমাদের অভিব্যক্তি অসংবেদনশীল হতে পারে।

ভাষা সমস্যা একটি বড় সামাজিক লড়াইয়ের সমস্যাও বটে। এই লড়াইয়ে ভাষা একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র। কিন্তু আমাদের এই বৃহত্তর লড়াইয়ে নিজেদের ভাষিক সত্তাকে চিনে, ইংরাজির সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে নতুন শব্দ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। ইংরাজির লেখকরাও এই কাজ করেছে।

যোগাযোগের চেষ্টা

সেকমোল লাদাকের ভাষাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। এরজন্য তিনি লাদাকের লিপিতে একটি সংবাদপত্র 'রেবাই ওজার'(Rewai Odzer) এবং একটি পত্রিকা 'মেলাং' (Melong) প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিশুদের জন্য লেখা গল্পগুলি ইংরাজি এবং লাদাকের ভাষায় প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

এছাড়াও তিনি প্রাথমিক স্তরের ই.ভি.এস. পাঠ্য পুস্তক এবং ভাষার বিকাশের সঙ্গেও যুক্ত। যদিও এই পাঠ্য পুস্তকগুলি লাদাকের ভাষার স্বাদগন্ধ নিয়ে ইংরাজিতে রচিত। এদের প্রকল্প হল যে, শিক্ষকদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তকগুলির লাদাকের ভাষায় নির্মিত হোক। এইভাবে যখন ধীরে ধীরে স্থানীয় লাদাকের ভাষায় বিষয়গুলি ছাপার অক্ষরে আসবে তখন লাদাকের ভাষায় পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রকাশ সম্ভব হবে।

(ভারতীয় ভাষায় শিক্ষণ, ভিত্তিপত্র, 1-3 পৃষ্ঠা 60-61)

জেলার ভাষাগুলির শব্দের মাধ্যমে একটি সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে। হিন্দি জেলার ভাষা থেকে যত দূরে সরে গেছে; ততই একা হয়ে পড়েছে। মানে, রঙের, স্বাদের, সম্পর্কের, কৃষি ও বাণিজ্যের যত শব্দ গ্রামের অভিজ্ঞতায় আছে তা শহুরে অভিজ্ঞতায় নেই। অর্থাৎ ব্যথা সম্পর্কিত এমন অনেক শব্দ ভোজপুরী ভাষায় আছে যা হিন্দিতে নেই যেমন – ‘দুখাতা’, ‘বথতা’, ‘পিরাতা’, ‘টভকতা’, ‘কসকতা’, ‘টসকতা’ ইত্যদি। সব শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ তথা প্রাসঙ্গিকতা আছে। একটি ভাষিক সংস্কৃতি রূপে হিন্দিকে আমাদের দাঁড় করাতে হবে। অন্যান্য শব্দের সঙ্গে মিশ্রণে তার শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। এইজন্য ইংরাজি শব্দের প্রতিযোগিতায় নতুন শব্দ খোঁজার উন্নত পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে। এইভাবে ভাষাগুলির মধ্যে শব্দের আনাগোনা ও বার্তার পথ খুলে দিতে হবে।

6

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

- ➤ শিক্ষকদের উদ্যোগ
- ➤ সামাজিক উদ্যোগ
- ➤ প্রশাসনিক উদ্যোগ

বোধের মাধ্যমের বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হবে। স্বাধীনতার 75 বছর পরও আমরা তা পারিনি। এই পথ অতিক্রম করতে একা কোনো শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন অথবা শিক্ষাবিদ পারবে না। আমাদের সামনে প্রচুর এমন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আছে যেখানে সম্প্রদায়, শিক্ষক এবং প্রশাসনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। এটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষকদের উদ্যোগ

দীর্ঘ সময় পর নিজেদের ভাষা দিকে যাত্রার এটি একটি সূচনা। যেখানে সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শিক্ষকদের, যারা পিতামাতার পর শিশুদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। ছোট শিশুকে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার দায়িত্ব তাদের উপরেই বর্তায়। স্কুলের ভাষা এবং তাদের ঘরের ভাষার মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজও তারাই করে। এই দূরত্ব তখনই মুছে যাবে, যখন শিক্ষা শিশুদের মাতৃভাষায় দেওয়া হবে। তার জন্য শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা- 2005 এই সুপারিশ করে যে, আদিবাসী এলাকায় যে সব শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হবে, তাদের ওখানকার স্থানীয় ভাষা শেখানো উচিত। শিক্ষকদের ওখানকার স্থানীয় ভাষা শিক্ষণের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক শিশুদের চিহ্নিত করে, তাদের সম্পদ রূপে ব্যবহার করার স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতাও এর সঙ্গে জুড়ে আছে।

- আমাদের দেশে অনেক উপভাষা ও ভাষা আছে। শিশুদের উপযোগী ভাষায় লেখা বইপত্র আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। সংবিধানে 22টি ভাষা তালিকাবদ্ধ আছে। সমস্যা হল এই 22টি ভাষাতেই আমাদের এখানে কোনো বইপত্র পাওয়া যায় না। এই দায়িত্ব শিক্ষক ও সরকার উভয়ের উপর বর্তায়। যদি সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব বর্তায় যে, তাঁরা যেন শিশুদেরকে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করেন। এন.

সি. এফ. – 2005 শিক্ষকদের এই ব্যাক্তিস্বাধীনতার সুপারিশ করেছে।

- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে শিশুদের পড়ানোর সময় অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন অনুসারে বিকশিত হওয়ার দরুন এই বিষয়টি একটি ভালো পাঠ্যসামগ্রী হয়ে উঠতে পারে।
- যেখান থেকে ছাত্র ও শিক্ষকরা আসেন, সেই সামাজিক পরিস্থিতি বা প্রসঙ্গের দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতি দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়। যা স্কুল এবং শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশ, শেখার প্রক্রিয়া, এমনকি পুরো শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক বিশিষ্টতার জায়গায় ওদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে যাওয়ায় বেশি জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে – এখানেই বোধের ভাষার ভূমিকা সম্পর্কেও পরিচয় করাতে হবে।
- শিক্ষকদের ভাষা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ভাষাকে ঠিক না করে যে রূপে ছিল সেই রূপেই স্বীকার করতে হবে। শেখার পদ্ধতি সেই সামাজিক প্রেক্ষিতের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয় যে ঐতিহ্য থেকে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা আসে। চতুর্থ শ্রেণির পর যদি শিশুদের একটি সমৃদ্ধ ও রুচিকর সুযোগ দেওয়া যায় , তাহলে তারা নিজেরাই ভাষার মান্য রূপকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সময় শিশুদের ঘরের ভাষার প্রতি উপযুক্ত সম্মানের আবাহ বজায় রাখতে হবে। এটা স্বীকার করতেই হবে ভুল হল শিক্ষণের একটি অংশ, আর শিশু যখন বড় হয়, তখন সে নিজেই তা সংশোধন করে নেওয়ার উপযুক্ত হয়। ভ্রান্তি এবং হীনতার দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে, বেশি সময় শিশুদের বিস্তৃত, মনোরম এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ উৎপাদক সামগ্রীতে দেওয়া উচিত।
- শিক্ষণ পদ্ধতি কেমন হয়, শিক্ষকদের মধ্যে এই বোধ তৈরি করা হোক যাতে তাঁরা লেখাপড়ার একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
- বঞ্চিত শিশু, বিভিন্ন অক্ষম শিশু এবং অন্যান্য সব শিশুরাই যেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে।

> মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানে শ্রেণিকক্ষে পড়াশুনাকে সমৃদ্ধতর করতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের আধিকারিক প্রতিযোগিতা সম্ভব হবে এবং সুফল পাওয়া যাবে। এই সফলতা লাভের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা ঐ ভাষা মাধ্যম নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে এবং খুব সহজেই তা বুঝতে পারে।
>
> ভারতীয় ভাষা শিক্ষা,জাতীয় ফোকাস সমূহের মূল সূত্র , 1.3, পৃ 60

- অন্য ভাষা শিক্ষার দিকেও শিক্ষকদের নজর দিতে হবে।
- পড়ানোর এমন ঠাস বুনোট প্রস্তুতি প্রয়োজন যা একই সঙ্গে ব্যবহারিক ও দৃঢ় হবে।
- বহুভাষিকতাকে সম্পদ রূপে কীভাবে ব্যবহার করা যার তার প্রশিক্ষণ নিতে হবে।
- সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, বহুভাষিকতার সীমাবদ্ধতা কী?
- শিক্ষকদের সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।
- পূর্ববর্তী ও বর্তমান প্রশিক্ষণের কাজে এই রকম বিষয়গুলিকে (বোধের ভাষা, বহুভাষিকতা, ভাষার মাধ্যমে বার্তা এবং ভাষার অবস্থান) যুক্ত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিশুদের বলা এবং শোনার উপর জোর দিতে হবে, শুধু লেখার উপর জোর দিলেই হবে না।

সামাজিক উদ্যোগ

- বর্তমানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাদের সন্তানদের ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করতে চায়। তাদের বোঝাতে হবে, ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী মাতৃভাষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় কম সৃষ্টিশীল হবে। তারা স্কুলের শিক্ষাকে নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং গোষ্ঠীর বাস্তবিকতার সঙ্গে তার পার্থক্য করতে পারবে না। ইংরাজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রণালী তাদের কাছে শুধুই মুখস্থ বিদ্যা হয়ে থেকে যাবে। এই বিষয়ে সমাজের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব (যেমন গ্রামের পঞ্চায়েত) নিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান তাদের সৃষ্টিশীল করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম করে তোলে। আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল যে আমরা কীভাবে সমাজে (অভিভাবকরা) এই বোধ তৈরি করব?
- সমাজের সম্মুখে ভাষা-মাধ্যমে পড়াশোনা বিষয়ে দুটি মূল সমস্যা রয়েছে। এক জীবিকার সমস্যা আর দুই সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা মানসম্মানের। এই দুই সমস্যার সমাধানে একটি বড় সামাজিক প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, যেখানে মিডিয়া একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মিলে বোঝাতে হবে ইংরাজিই একমাত্র লেখাপড়ার মাধ্যম নয়।
- এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করে কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছেছে এবং সফলতা অর্জন করেছে এমন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকার এবং অভিজ্ঞতাগুলি মিডিয়ার(মুদ্রিত ও বৈদুতিন মাধ্যম, নুক্কড় নাটক ইত্যাদি) মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠানো হোক।
- মাতৃভাষায় পড়াশোনা করে যোগ্যতা অর্জনকারী যুবকদের সাক্ষাৎকার এবং

নিজের ভাষায় পড়ে...

রাজস্থান রাজ্য সেবা পরীক্ষায় হিন্দি মাধ্যমে প্রথম চেষ্টাতেই সফলতার উচ্চ শ্রেণিতে স্থানলাভকারী (২০০৭ সালে তৃতীয় স্থান) হয়ে জিতেন্দ্র কুমার সোনী এক অতি গৌরবময় উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন।

"প্রশ্ন – এই যে পরীক্ষা ও হিন্দি মাধ্যমে পড়াশোনা এবং সফলতা পাওয়া, এই বিষয়ে আপনার কী মতামত?

সোনী – মাধ্যম আমার কাছে কোনো আলাদা বিষয় নয়। যে মাধ্যমে আমরা আমাদের বিস্ময় অথবা বোধকে যথার্থ রূপে ব্যক্ত করতে পারি, সেই মাধ্যমই আমাদের জন্য উপযোগী হওয়া উচিত। বর্তমান ফলাফল- হিন্দির প্রতি পূর্বের নেতিবাচক ধারণাকে ভেঙে দিচ্ছে"

-প্রতিযোগিতা দর্পন / জানুয়ারি, পৃষ্ঠা 46-48

অভিজ্ঞতাগুলি মিডিয়ার মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে পৌঁছানো হোক, যাতে এই ভ্রমকে (ইংরাজিই সফলতার চাবিকাঠি) ভেঙে ফেলা যায়।

- কিছু এমন বিদ্যালয়ের উদাহরণ সামনে রাখা হোক, যারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে গণ্যমান্য ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করেছে – যেমন নেতারহাট বিদ্যালয় , সর্দার প্যাটেল বিদ্যালয়। এখানে সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হোক।
- এই সামাজিক উদ্যোগে শিক্ষকদের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা - বার্তার আয়োজনের মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্বকে কেস স্টাডি ইত্যাদি রূপে উপস্থিত করতে পারেন।

রোজগারের চ্যালেঞ্জ – 1

বর্তমানে পণ্যের ভাষা হল ইংরাজি। শুধুই ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতে ইংরাজি জানা এক প্রার্থী চটজলদি চাকরি জোগাড় করে নিতে পারে। অন্যদিকে দেশি ভাষা জানা এমন কোনো দক্ষ প্রার্থীও চাকরির ক্ষেত্রে পিছনেই পড়ে থাকে। কিন্তু কেন? আজকের বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বোধের মাধ্যম ইংরাজি ভাষা বলে? রোজগারের জন্য বোধের মাধ্যম বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে এবং নিজের কিছু নীতিরও পরিবর্তন করতে হবে। যদিও বর্তমান বিশ্বজুড়ে যে মন্দার পরিস্থিতি এসেছে, তাতে মানুষের মধ্যে এই বোধ তৈরি হচ্ছে যে শুধুমাত্র ইংরাজি পড়েই রোজগার সম্ভব নয়। তারা রোজগারের সম্ভাবনা দেশি ভাষার মাধ্যমেও দেখতে পাচ্ছে। এই সম্ভাবনাকে বিশ্বাসে পরিবর্তন করার চ্যালেঞ্জ সরকারের সামনে রয়েছে।

— এক অংশগ্রহণকারী

- রোজগার বিষয়ক সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্যোগ ও ব্যবসায় মাতৃভাষার গুরুত্বের উপর বিভিন্ন রোজগার অথবা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভে সফলতাকে (যেমন ডাক্তার, আই. ই. এস. ইত্যাদি) মাথায় রেখে নুক্কড় নাটক ইত্যাদির জন্য কাহিনি লেখা এবং বিভিন্ন স্থানে (গ্রাম ও শহরের স্কুলে) তা দেখানো হোক। এই পদ্ধতিতে কিছু এন. জি. ও.-র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের দায়িত্ব ঠিক করে পালন করতে পারছে না, শিশুরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ঐ বিদ্যালয়ের প্রশাসন অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব যে তিনি শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করেন, তার জন্য তিনি ঐ অঞ্চলের লোকজনদের সাহায্য নিতে পারেন। শিশুদের জ্ঞানের জন্য প্রধান শিক্ষক শিশু, শিক্ষক এবং গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করেন। এই কাজের জন্য নিজেদের প্রশাসনিক নীতিগুলো নমনীয় করা হোক।

প্রশাসনিক উদ্যোগ

- সত্যিকার অর্থে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি শিশুর কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য স্তরে আমাদের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়ের সার্বজনিক দায়িত্ব রয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজ্যকে প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ গোষ্ঠী, প্রশাসন, বিদ্যালয়ের প্রশাসন, শিক্ষক ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে।
- এই উদ্যোগে কেন্দ্রের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। কেন্দ্রের দায়িত্ব হল রাজ্যগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এর জন্য শিক্ষক, গোষ্ঠী, অভিভাবক ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে সেমিনার, আলোচনা, কথন, ডিসকোর্স করতে হবে। তারপর কেন্দ্রকে এই প্রস্তুতির বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যের সঙ্গে মিলিতভাবে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক তৈরি করতে হবে, যাতে শিশুরা মাতৃভাষায় বলা, লেখা,পড়া এবং সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ পায়।
- এখন শিক্ষার অধিকারের আইন প্রণীত হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিদ্যালয় কমিটিগুলিকে কিছু অধিকার দিতে হবে। স্কুল প্রশাসনের সঙ্গে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা – 2005-এর তথ্য অনুসারে এই আইনে বিদ্যালয় প্রশাসনগুলি অনেক বেশি নমনীয় হতে পারবে। তারা আঞ্চলিকতার উপর নির্ভর করে পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করতে পারে। এর উপরও বিবেচনা করা উচিত। এটি একটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হতে পারে।
- শিক্ষার অধিকারের আইন প্রণয়নের পর লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োগ করাও জরুরি হয়ে পড়বে। এত বৃহৎ সংখ্যায় শিক্ষকের নিযুক্তি হলে অনেক প্রশিক্ষণ

উচ্চ শিক্ষা : একটি চ্যালেঞ্জ

যখন শিশু নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষিত হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন প্রশ্ন ওঠে যে, তাকে তার মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির কাছে কি পর্যাপ্ত সুবিধা আছে? যদি এই সুবিধা না থাকে তাহলে এই ছাত্র বা ছাত্রীটির কি মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে? যদি থাকে তাহলে তার উত্তরপত্রের মূল্যাঙ্কন কি ইংরাজি মাধ্যমের পরীক্ষার্থীর সমান করা হয়? সে কি পি এইচ ডি – র গবেষণা নিজের মাতৃভাষায় লিখতে পারবে? উচ্চশিক্ষায় বোধের মাধ্যমের সমস্যা আমাদের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় গুলির জন্য এবং দেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

— একজন অংশগ্রহণকারী

সংস্থাও খুলতে হবে। এই বিষয়ের বিবেচনাও প্রয়োজনীয়।

- ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় পাঠ্য পুস্তকের উপলব্ধতা বিষয়ে একটি কর্মসূচি বানাতে হবে।
- এই বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় পাঠ্য পুস্তক নির্মাণে দীর্ঘ সময় লাগবে। এই দীর্ঘ সময়সীমায় রাজ্য সরকারগুলির এবং শিক্ষকদের এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। এই উদ্যোগে কেন্দ্র সরকারের কোনো আপত্তি নেই। মূলত এটি একটি রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নির্ণয়।
- আমাদের দেশে প্রচুর ভাষা আছে। তাই শিশুদের জন্য নির্মিত পাঠ্যসামগ্রীতে তাদের মাতৃভাষায় যেসব লোককথা, লোকগীতি এবং লোকশিল্পগুলি রয়েছে তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক আমাদের দেশে রয়েছে। তাদের সাহায্য নিয়েও পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করা যেতে পারে।
- বোধের ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমান শিক্ষক -প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যক্রমও পরিবর্তন করতে হবে। ভাষা সম্পর্কিত গবেষণায় মাতৃ ভাষায় এবং হিন্দিতে শ্রেষ্ঠ গবেষণা করা প্রয়োজন।
- হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের মৌলিক বই লেখার উপর জোর দেওয়া হোক। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।
- উল্লেখিত পুস্তক/ পাঠ্যপুস্তক গুলিকে ইংরেজি থেকে হিন্দি বা অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে হবে এবং দ্বিভাষিক তথা বহু ভাষিক শব্দ ভাণ্ডারও তৈরি করতে হবে।
- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ক্রমশ কিছু বিষয় শিশুদের ভাষায় লেখা পড়ার

উপর জোর দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাদের বোধকে এক শক্তিশালী আধার দেওয়ার জন্য কিছু প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গেও যোগাযোগ তৈরি করা উচিত।

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম চালানোর জন্য বিচার – বিবেচনা করা উচিত। এই পাঠ্যক্রমে নিজের ভাষায় বিষয়কে বোঝার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

রোজগারের চ্যালেঞ্জ – 2

দিল্লির উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এশিয়ার সর্ববৃহৎ সবজি বাজার আজাদপুরের ঠিক সামনের রাস্তা পেরোলেই একটি বিশাল পুনর্বাসন বস্তি আছে। যার নাম জাহাঙ্গিরপুরী। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের বাদশাহি মেজাজ এখানে বসবাসকারী প্রতিটি বাসিন্দার ব্যবহারে ফুটে ওঠে। বস্তির একদিকে গেলে দেখা যায় শুকনো ভলসাওয়া ঝিল আর অন্যদিকে রয়েছে একাধিক ঝিল, যেখানে বস্তির মানুষেরা বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বস্তিতে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ সংস্থাও (আই. টি. আই.) আছে যেখানে প্লামবিং, স্পিনিং, ডায়িং(রঙ করা), ফিটার(মিস্ত্রি), প্রিন্টিং-এর মতো বিভিন্ন ব্যবসায়িক কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই বস্তির পাশের অবস্থিত 'অযোধ্যা টেক্সটাইল' এবং আই. টি. আই.-এর মধ্যে অদ্ভুত রকম সম্পর্ক রয়েছে।

এই মিলে কাপড় তৈরি করা এবং তার উপর ছাপাইয়ের কাজ হত। প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। এখানে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কাজের পাঠ্যক্রম আই. টি. আই.-এ ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, এখানে প্রশিক্ষিত নব্য যুবকদের এই মিলে কাজ দেওয়া হত না বরং অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষদের রাখা হত। সবাই ভেবেছিল যে হয়তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেশি বেতন দিতে হয় তাই তাদের কাজে রাখা হয় না, কিন্তু আই. টি. আই. -এর আধিকারিক এবং প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের সঙ্গে মিল কর্মচারীদের কথা হওয়ার পর বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এই সংস্থায় যা কিছু তথ্য ইংরাজি অথবা মান্য হিন্দিতে দেওয়া হয়। মিলের পুরানো কর্মচারী আঞ্চলিক শব্দাবলীর ব্যবহার করত যা এই সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকগণ বুঝতে পারতো না। এরপর কর্মচারীদের আঞ্চলিক প্রযুক্তিগত শব্দগুলি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছিল।শুধু একটা পাঠ্যক্রমে নয় বরং আরও পাঠ্যক্রমে এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং তার ফলে মানুষের স্থানীয় মিলে কাজ পাওয়া নিয়ে আর কোন সমস্যা রইল না।

— এক অংশগ্রহণকারী

পরিশিষ্ট -1
রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে ভাষা মাধ্যম

ক্রম	রাজ্য	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
1	অন্ধ্রপ্রদেশ	তেলেগু, উর্দু, উড়িয়া, ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, তামিল	তেলেগু, উর্দু, উড়িয়া, ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, তামিল	তেলেগু, উর্দু, উড়িয়া, ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, তামিল
2	অরুণাচল প্রদেশ	ইংরাজি, হিন্দি	ইংরাজি	ইংরাজি
3	আসাম	অসমীয়া, বাংলা, বোরো, ইংরাজি	অসমীয়া, বাংলা, বোরো, ইংরাজি, অন্য	অসমীয়া, বাংলা, বোরো, ইংরাজি, অন্য
4	বিহার	হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, ইংরাজি	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত, উর্দু	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত, উর্দু, অন্য
5	ছত্তিশগড়	হিন্দি, অন্য	হিন্দি, অন্য	ইংরাজি, হিন্দি
6	গুজরাট	গুজরাটি	ইংরাজি, গুজরাটি, হিন্দি	ইংরাজি, গুজরাটি, হিন্দি
7	গোয়া	ইংরাজি, কোঙ্কনি, মারাঠি, কন্নড়	ইংরাজি, মারাঠি	ইংরাজি, মারাঠি
8	হিমাচল প্রদেশ	ইংরাজি, হিন্দি	ইংরাজি, হিন্দি	ইংরাজি, হিন্দি
9	হরিয়ানা	ইংরাজি, হিন্দি	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত
10	জম্মু কাশ্মীর	ডোগরি, ইংরাজি, হিন্দি, কাশ্মীরী, উর্দু	ডোগরি, ইংরাজি, হিন্দি, কাশ্মীরী, উর্দু	ডোগরি, ইংরাজি, হিন্দি, কাশ্মীরী, উর্দু
11	ঝাড়খণ্ড	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত	বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত	বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত
12	কর্নাটক	কন্নড়, ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, উর্দু, মালায়ালম, সংস্কৃত, আরবি	কন্নড়, ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, উর্দু, মালায়ালম, সংস্কৃত, আরবি	কন্নড়, ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি, তামিল,, তেলেগু, উর্দু, মালায়ালম, সংস্কৃত, আরবি

13	কেরল	মালায়ালম, ইংরাজি, তামিল, কন্নড়	মালায়ালম, ইংরাজি, তামিল, কন্নড়	মালায়ালম, ইংরাজি, তামিল, কন্নড়
14	মধ্যপ্রদেশ	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, মারাঠি	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, মারাঠি	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু
15	মহারাষ্ট্র	মারাঠি, হিন্দি	ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি	ইংরাজি, হিন্দি, মারাঠি
16	মণিপুর	ইংরাজি, হিন্দি, মণিপুরী	ইংরাজি, হিন্দি, মণিপুরী	ইংরাজি, হিন্দি, মণিপুরী
17	মেঘালয়	ইংরাজি, গারো, খাসি	ইংরাজি	ইংরাজি
18	মিজোরাম	মিজো, ইংরাজি	মিজো, ইংরাজি	মিজো, ইংরাজি
19	নাগাল্যান্ড	অঙ্গামী, আয়ো, ইংরাজি, হিন্দি, কোন্যক, লোথা, সেমা	অঙ্গামী, আয়ো, ইংরাজি, হিন্দি, কোন্যক, লোথা, সেমা	অঙ্গামী, ইংরাজি, হিন্দি,
20	উড়িষ্যা	ইংরাজি, ওড়িয়া	ইংরাজি, হিন্দি, ওড়িয়া	ইংরাজি, হিন্দি, ওড়িয়া, সংস্কৃত
21	পাঞ্জাব	ইংরাজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি	ইংরাজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি	ইংরাজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি
22	রাজস্থান	হিন্দি	হিন্দি	হিন্দি
23	সিকিম	ইংরাজি	ইংরাজি	ইংরাজি
24	ত্রিপুরা	বাংলা, কোকবোরক, ইংরাজি	বাংলা, ইংরাজি	বাংলা, ইংরাজি
25	তামিলনাড়ু	ইংরাজি, তামিল	তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, উর্দু, কন্নড়	তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, উর্দু, কন্নড়
26	উত্তরাখণ্ড	হিন্দি	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু
27	উত্তরপ্রদেশ	হিন্দি	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত	ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত

28	পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা	বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি, উর্দু, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, তিব্বতি, নেপালি	বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি, উর্দু, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, তিব্বতি, নেপালি
29	আন্দামান ও নিকোবর	বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু	বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু	বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু
30	চণ্ডীগড়	ইংরাজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি	ইংরাজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি	ইংরাজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি
31	দাদর ও নগর হাবেলি	ইংরাজি, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি	ইংরাজি, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, সংস্কৃত	ইংরাজি, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, সংস্কৃত
32	দমন ও দিউ	গুজরাটি, ইংরাজি	গুজরাটি, ইংরাজি	গুজরাটি, ইংরাজি
33	দিল্লি	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু	ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু
34	লক্ষদ্বীপ	মালায়ালম	ইংরাজি, মালায়ালম	ইংরাজি, মালায়ালম
35	পণ্ডীচেরী	ইংরাজি, তামিল	ইংরাজি, তামিল	ইংরাজি, তামিল

তথ্যসূত্র - ইমপ্লিমেন্টেশন অব থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফরমুলা ইন ইন্ডিয়ান স্কুল – এ স্টাডি, ভাষা বিভাগ, এন. সি. ই. আর. টি., নিউ দিল্লি, পৃ. 80-83

এটা খুব খুশির খবর যে বর্তমান সময় অনেক আদিবাসী অঞ্চলের ভাষা মাধ্যম ভাষা হিসেবে ব্যবহার হওয়া শুরু হয়েছে। এই সব ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য সামগ্রী তৈরি হওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় ভাষা সমূহ (আদিবাসী অঞ্চলের ভাষা সমেত) মাধ্যম ভাষা হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। এটাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্রঃ

- শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট , 1964 – 66, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, 1966
- রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি 1968, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- কর্ম বিবৃতির কার্যক্রম 992 (রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি 1968) শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- বিদ্যালয় শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় পাঠ্য চর্চার রূপরেখা 2000, এন সি ই আর টি
- রাষ্ট্রীয় পাঠ্য চর্চার রূপরেখা 2005, এন সি ই আর টি
- ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা, ভিত্তিপত্র 1,3, 2006, এন সি ই আর টি
- পট্টনায়েক. ডি. পি. 1986, স্টাডি অফ লেঙ্গুয়েজেস রিপোর্ট, নতুন দিল্লি, এন সি ই আর টি
- ভারতীয় ভাষার শিক্ষা, ভিত্তিপত্র 1.3, 2006, এন সি ই আর টি
- গান্ধী. এম. কে. হিন্দ স্বরাজ, ভারতীয় মত, 1909
- শিশুদের বিনামূল্য এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, 2009, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় (বিচার বিভাগ) , ভারত সরকার
- চমস্কি. এন. 1959, রিভিয়ু অফ স্কেনারস ভারবাল বিহেবিয়ার, ল্যাঙ্গুয়েজ 35.1: 26–58
- ব্যেগোটস্কি.এল. এম. 1978 , মাইন্ড ইন সোসাইটিঃ দি ডেভলাপমেন্ট অফ হাইয়ার সাকিকোলজিক্যাল প্রসেস, কেমব্রিজ, প্রকাশ – হারবাট ইউনিভার্সিটি প্রেস
- কুপার. কে . (2009), ল্যাঙ্গুয়েজঃ আওয়ার মিডিয়াম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন, ভল্যুম XXXV, নম্বর 1, নতুন দিল্লিঃ এন সি ই আর টি (ISSN : 0972 – 5628)
- ভারতীয় ভাষার শিক্ষা, ভিত্তিপত্র 1.3, 2006, এন সি ই আর টি
- হল্ট. জন . নতুন শিক্ষার পরিবর্তে, ভেলেন্টাইন বুকস 1974
- প্রভু.এন.এস. 1978, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ পেডাগজি, অক্সফোর্ড, নিউ ইয়ারক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
- ডেবেরা. এস . 2005, ইলেক্টিসিজম ইন মেথোডলজি, এম এস. এন এফ জি . ইংলিস
- ফেলিক্স. পল. 1998, লারনিং টু রিড ইংলিস দ্য মিস্কড কোড বে. ইন ভিভিয়ান বেরি এ্যন্ড আরথার এম সি নেল (সম্পাঃ) পলিসি অ্যান্ড প্র্যক্টিস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন . হংকং, ডিপার্টমেন্ট অফ কারিকুলাম স্টাডিস অফ হংকং, পৃষ্ঠা 175 – 193
- বেস্ট. মাইকেল. 1941, লার্নিং টু রিড আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, লং ম্যান, ইউ.কে. (লার্নিং টু রিড আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আদার এসেস অন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং (নিউ এডিশন) , লন্ডন, নিউ ইয়ারক, লংম্যান, গ্রীন (1955)
- ম্যাথ ম্যাজিক, পুস্তক 1, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য গণিতের পাঠ্যপুস্তক, এন সি ই আর টি, 2007
- লুকিং এরাউন্ড, এনভাইরন্মেন্ট স্টাডিজ, তৃতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক, এন সি ই আর টি, 2006
- বিতান, ভাগ 1, এগারো শ্রেণীর জন্য হিন্দির সাপ্লিমেন্টরি রিডার, এন সি ই আর টি, 2006

- হরিজন, 9 – 7, 38, পৃষ্ঠা সংখ্যা – 177, মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা (খন্ড -V) দ্য ভয়েস অফ তুর্ক (কমপ্লিট বুক অন লাইন) ভাগ- II খন্ড XI বেসিক এডুকেশন অ্যান্ড স্টুডেন্ট বেসিক এডুকেশন
  https://www.mkgandhi.org/voiceoftruth/basiceducation.htm
- এই বইয়ের প্রথম ভাগে জাতীয় শিক্ষানীতি2020, অধ্যায়4.11, 4.12, 4.14, 4.18, 22.6, 22.20 থেকে নেওয়া।
- ভারতীয় ভাষার শিক্ষা পদ্ধতি, জাতীয় ফোকাস সমূহের ভিত্তি পত্র

সমস্ত শিক্ষা ছাত্র – ছাত্রীদের প্রান্তিক (মাতৃভাষা) ভাষায় দেওয়া উচিত ।

— নয়ি তালিম , মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষায় মাতৃ ভাষা মাতৃ দুগ্ধের স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান সম্ভব হবে না, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা সার্বভৌমিকতা লাভ করতে পারবে না।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

अधिक जानकारी के लिए कृपयाwww.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क कीजिए।

32149

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5292-804-0